NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
# একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ নারী সুরক্ষায় শহরে 'কলকাতা পুলিশ পিঙ্ক উইমেন বুথ'
কলকাতায় প্রতারণা চক্রে ফের বিহার-সহ একাধিক রাজ্যের যোগ, ধৃত পাঁচ ৩

কলকাতা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ১৪ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.02.2026, Vol.19, Issue No. 257, 8 Pages, Price 3.00

# মোদীর ইজরায়েল সফরে সামরিক ও বাণিজ্য চুক্তি

**জেরুজালেম, ২৬ ফেব্রুয়ারি:** বুধবার তেল আভিভে নামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ বিমান। মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এর পর থেকে ভারত-ইজরায়েল বন্ধুত্বের বার্তা দিচ্ছেন দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। কার্যক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত হচ্ছে। সামরিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মউ স্বাক্ষর করতে চলেছে উভয় দেশ। কেবল অস্ত্রই নয়, ভারতকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের প্রযুক্তিও দেবে নেতনিয়াহুর দেশ। এর মধ্যে রয়েছে 'আয়রন ডোম', 'আয়রন বিম' এবং গোল্ডেন হরাইজনের মতো বিশ্বের দ্রুততম মিশাইল। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর ইজরায়েল সফর ভারত-ইজরায়েল কূটনৈতিক বন্ধুত্বকে নয়া দিশা দেখাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপ বেঞ্জামিন নেতনিয়াহুর 'ভারতপ্রেম' তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

বুধবারই ইজরায়েলের পার্লামেন্টে নিজের ভাষণে মোদী বলেন, 'আজকের অনিশ্চিত পৃথিবীতে ভারত এবং ইজরায়েলের মতো আস্থাবান দু'টি দেশের মধ্যে শক্তপোক্ত অংশীদারিত্ব অত্যন্ত জরুরি।' ইজরায়েলের একটি স্থানীয় সংবাদপত্রের দাবি, সামরিক ক্ষেত্রে ভারত-ইজরায়েল মউ চুক্তির দু'টি দিক রয়েছে। একদিকে যেমন উভয় দেশ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একে অপরকে পাশে থাকার অঙ্গিকার করছে, অন্যদিকে অস্ত্র আদানপ্রদানের বিষয়টিও পাকা করতে চলেছে।

মউ স্বাক্ষর হলে ভারত পাবে ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের(আইএআই) তৈরি একাধিক অস্ত্রের প্রযুক্তি। এর মধ্যে রয়েছে অ্যারো মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম 'রাফালস ডেভিড স্লিং'। তবে ভারত-ইজরায়েল সামরিক চুক্তিতে সকলের নজরে 'গোল্ডেন হরাইজন' মিসাইল।

এদিকে, ভারতীয় সময় বুধবার গভীর রাতে নেতানিয়াহুর এক্স হ্যান্ডলের একটি পোস্ট নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। যেখানে ভারতীয় পরম্পরার পোশাকে দেখা গিয়েছে ইজরায়েলের রাষ্ট্রপ্রধানকে। একই পোস্টের ক্যাপশান লেখা হয়েছে হিন্দিতে। নেতানিয়াহুর এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, শার্ট-প্যান্টের উপর হাফ হাতা কোর্ট পরা ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তিনি হাস্যমুখে এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে।

## এনসিইআরটি পাঠ্যবইয়ে প্রবল অসন্তুষ্ট মোদী

**নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলপড়ুয়াদের পাঠ্যবইয়ে তুলে ধরা হচ্ছিল বিচারব্যবস্থার দুর্নীতি। এনসিইআরটির এই বই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছে গোটা দেশজুড়ে। সূত্রের খবর, বিতর্কিত বই নিয়ে ঘনিষ্ঠমহলে তুমুল অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং। ইতিমধ্যেই এই বই নিয়ে শীর্ষ আদালতের তুমুল ভর্ৎসনার মুখে পড়েছে কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রকে ক্ষমাও চাইতে হয়েছে। এবার বই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রীও। আপাতত ইজরায়েল সফরে গিয়েছেন মোদী। বিতর্কিত বই নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। কিন্তু দেশে প্রবল বিতর্কের মধ্যে বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, বইটি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন**

# আঠাশের তালিকায় নাম থাকবে সকলের

## 'ক্যাটেগরি' ভাগ করে দেবে কমিশন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। তবে এটাই চূড়ান্ত তালিকা নয়। এর পর ধাপে ধাপে আরও তালিকা আসবে। কমিশন সূত্রে খবর, আপাতত ২৮ তারিখের তালিকায় সকলের নামই রাখা হবে। তবে কারা 'যোগ্য', কাদের নাম এখনও যাচাই করা যায়নি, তা আলাদা করে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে। ভোটারেরা তাঁদের নাম যাচাইয়ের অবস্থা জানতে পারবেন এই তালিকা থেকে।

এখনও অনেক ভোটারের তথ্যগত অসঙ্গতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কমিশন। সুপ্রিম কোর্ট এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এবং কমিশনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তথ্যগত অসঙ্গতির বিচারের ভার দেওয়া হয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের উপর। আদালত জানিয়েছিল, ২৮ তারিখের মধ্যে এসআইআরের কাজ যত দূর এগোবে, আপাতত তার ভিত্তিতেই তালিকা প্রকাশ করতে হবে। যাচাই এবং নিস্পত্তির কাজ কতটা এগোল, তা তালিকায় ভোটারদের জানিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

সূত্রের খবর, ২৮ তারিখ পর্যন্ত যে নামগুলির নিস্পত্তি হবে, সেগুলিকে যোগ্য ভোটার হিসাবে ধরা হবে। তাঁদের শুধু নাম তালিকায় উল্লেখ থাকবে। আলাদা করে পাশে কিছু না-ও লেখা থাকতে পারে। যে সমস্ত ভোটারের নাম যাচাই এবং নিস্পত্তির জন্য বিচারকদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তাঁদের নামের পাশে লেখা থাকবে

'অ্যাডজুডিকেশন' বা 'বিচারাধীন'। এখনও পর্যন্ত সেই সংখ্যাটা ৬০ লক্ষ। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে চিহ্নিত যোগ্য ভোটারদের পৃথক তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। ওই নামগুলি চূড়ান্ত তালিকায় যোগ করে দেওয়া হবে।

কমিশন সূত্রে খবর, এসআইআর ঘোষণার সময় পশ্চিমবঙ্গে ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ জন ভোটার ছিলেন। সেই তালিকা থেকে মৃত, অনুপস্থিত, নিখোঁজ মিলিয়ে ৫৮ লক্ষের বেশি নাম বাদ যায়। খসড়া তালিকায় ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ কোটি ৮ লক্ষ। এই ভোটারদের সকলের নাম ২৮ তারিখের তালিকায় 'ক্যাটেগরি' অনুযায়ী ভাগ করা থাকবে। যাঁদের নাম মুছে দেওয়া হয়েছে, যাঁদের নামের নিস্পত্তি হয়নি, যাঁদের নাম যোগ্য হিসাবে অনুমোদন পেয়েছে, সেই অনুযায়ী 'ক্যাটেগরি' সাজানো হতে পারে।

# অগ্রগতি দেখতে হাইকোর্টে বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত বিচারকদের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বৃহস্পতিবার ফের বৈঠকে বসেন। প্রধান বিচারপতির দপ্তরে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল, রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এ নিয়ে তৃতীয়বার বৈঠকে হল।

বৈঠক শেষে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, অভ্যন্তরীণ এই বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। বিচারকদের কাজের অগ্রগতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মোট ৫৩০ জন জুডিশিয়াল অফিসারকে এই প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রায় ২৭০ থেকে ২৮০ জন ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। বাকিদের জন্য ওটিপি এবং ড্যাশবোর্ড তৈরির প্রক্রিয়া চলছে, শীঘ্রই তাঁরাও কাজে যোগ

এসআইআর

দেবেন। তবে প্রতিবেশি ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড থেকে কতজন বিচারপতি আসবেন তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। যদিও এসআইআর প্রক্রিয়ায় কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন প্রতিবেশী রাজ্য থেকে দুশোর কাছাকাছি বিচার বিভাগীয় আধিকারিক রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে পারেন বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

# আজ থেকেই রাজ্যে বাহিনী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও পশ্চিমবঙ্গে নিরাপত্তা বলয় আঁটসাঁট করতে একদিন আগেই নামছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ থেকেই ধাপে ধাপে রাজ্যে ঢুকবে বাহিনী। আগে নির্ধারিত সূচি ছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি। সময় এগিয়ে আসায় প্রশাসনিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

এই মুহূর্তে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া চলছে, সামনে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ। এই প্রেক্ষাপটে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস-এর দাবি, 'নাম বাদ ও তথ্যে গরমিলের জেরে বহু মানুষ সমস্যায় পড়েছেন।' পাল্টা ভারতীয় জনতা পার্টি জানাচ্ছে, 'নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই স্বচ্ছ উপায়ে সংশোধন করা হচ্ছে।' প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ২৪০ কোম্পানি বাহিনী বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে। উত্তর ২৪ পরগনায় সর্বাধিক ৩০ কোম্পানি মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুর্শিদাবাদে ১৬, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৫ করে, পূর্ব মেদিনীপুরে ১৪ কোম্পানি রাখা হচ্ছে। কলকাতা ও মালদায় ১২ করে বাহিনী থাকবে। উত্তর দিনাজপুরে ১১, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ এবং দার্জিলিং ও কোচবিহারে ৯ কোম্পানি করে পাঠানো হচ্ছে।

কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, 'সংবেদনশীল বুথ চিহ্নিত করেই এই বণ্টন। লক্ষ্য একটাই, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা।' অতীতের অভিজ্ঞতায় রক্তাক্ত ভোটের স্মৃতি এখনও তাজা।

# ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড থেকে চাওয়া হল ১০০ জন করে বিচারককে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শীর্ষ আদালতের নির্দেশে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে বাংলায়। ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্যের এমন ৫৩২ জন বিচারককে নথি পুনর্যাচাইয়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তবে, তাতেও কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। এবার ভিনরাজ্য থেকে আসছে বিচারক। কারণ, জেলা জজদের জুডিশিয়াল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ হলেও দেখা যায়, কাজের জন্য তা যথেষ্ট নয়। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, প্রয়োজনে ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারক নিয়ে আসতে হবে। এরপরই বিচারক চেয়ে চিঠি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। সুপ্রিম নির্দেশে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে। ইতিমধ্যেই দফায় দফায় প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন তিনি। আর এবার ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে ১০০ জন করে মোট ২০০ জন বিচারককে চাওয়া হয়। বর্তমানে ৫৩২ জন জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। তার মধ্যে এ রাজ্যে ২৭৩ জন কাজ শুরু করতে পেরেছেন। এবার আরও ২০০ জন এলে, একসঙ্গে ৭০০-র বেশি বিচারক কাজ শুরু করবে, তাতে কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁদের কাজের ধরন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়েও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে বাইরে থেকে আসা জুডিশিয়াল অফিসারদের দায়িত্ব বণ্টন, আবাসন ও খাদ্যের ব্যবস্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার সন্ধে পর্যন্ত যাঁদের আইডি তৈরি হয়নি, তাঁদের পরিচয়পত্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু করাই এখন লক্ষ্য।

পাশাপাশি রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া বা এসআইআর নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করল আদালত। হাইকোর্টের বৈঠকে আরও উঠে এসেছে, ২১ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত যে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বা তথ্যগত অসঙ্গতির সংখ্যা চিহ্নিত হয়েছে, সেটিই চূড়ান্ত হিসেবে ধরা হবে। সেই নির্দিষ্ট সংখ্যাটি অবিলম্বে কমিশনকে জানাতে হবে।

# সফর পিছোল শাহের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পিছিয়ে গেল অমিত শাহের দক্ষিণ ২৪ পরগনা সফর। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিজেপি যে 'পরিবর্তন যাত্রা' শুরু করছে, তার প্রথম দিনে অর্থাৎ ১ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিজেপি জানিয়েছে, ১ মার্চ নয়, ২ মার্চ রায়দিঘি থেকে 'যাত্রা'র উদ্বোধন করবেন শাহ। 'পরিবর্তন যাত্রা'-র উদ্বোধনের জন্য মার্চের প্রথম দু'দিনই নির্ধারিত। প্রথম দিন পাঁচটি জায়গা থেকে এবং দ্বিতীয় দিন চারটি জায়গা থেকে 'যাত্রা'-র উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল। প্রথম দিনের পাঁচটি উদ্বোধন কর্মসূচির মধ্যে একটি ছিল শাহের। বিজেপি সূত্রের খবর, ওই দিন শিখ গুরু তেগ বাহাদুরকে শ্রদ্ধা জানানোর একটি কর্মসূচি উপলক্ষে মহারাষ্ট্রে নভি মুম্বইয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে শাহের। সেখানে শাহ ছাড়াও অন্তত সাতটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর থাকার কথা। সেই কারণেই ১ মার্চ শাহের পশ্চিমবঙ্গ সফর পিছিয়ে দিতে হচ্ছে।

# পিলখানায় প্রোমোটার খুনে পুলিশের জালে ৩

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হাওড়ার পিলখানায় ২৭ বছরের প্রোমোটার সফিক খানকে ভোরের অন্ধকারে গুলি করে খুনের ঘটনায় সিসিটিভিতে দুই হামলাকারীর গতিবিধি ধরা পড়েছে। তদন্তে নেমে হাওড়া সিটি পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। যাদের নাম মহম্মদ বিলাল (৩৬), মহম্মদ ওয়াকিল ওরফে মুন্না (৩২) ও দিলদার হোসেন। পুলিশ সূত্রের দাবি, খুনের পর মূল অভিযুক্ত হারুন খান ও রোহিত হোসেন জোড়াসাঁকোয় বিলালের আশ্রয়ে ছিল। এই দুই অভিযুক্ত এখনও অধরা। আর্থিক লেনদেন ও চাঁদার চাপ ঘিরে পুরনো বিবাদের ইঙ্গিত মিলেছে। নিহতের পরিবারের বক্তব্য, 'অনেকদিন ধরেই ওকে টাকা দেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। না মানাতেই এই পরিণতি।'

খুনের প্রতিবাদে এলাকায় অবরোধ ও অগ্নিসংযোগ হয়। খবর করতে গিয়ে এক সাংবাদিক আক্রান্ত হন, অভিযোগ, বেধড়ক মারধরে তাঁর নাকের হাড় ভেঙে যায়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, 'অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা হয়েছে, ফুটেজ খতিয়ে দেখে দোষীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।' ভোটের আগে এই জোড়া ঘটনায় নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে।

# এবার জেলায় জেলায় পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্ক, বাদ গেল না খাস কলকাতার পাসপোর্ট অফিসও

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিগত কয়েকদিন ধরে রাজ্যজুড়ে একাধিক আদালতে বোমাতঙ্কের পর এবার জেলায় জেলায় পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্কের খবর। এমনকী খাস কলকাতায় রুবি পাসপোর্ট অফিসেও বোমাতঙ্কের খবরে চাঞ্চল্য ছড়ায় বৃহস্পতিবার বেলায়। বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর ১টা নাগাদ ব্যস্ত সময়ে এই মেইল আসে। কলকাতার পাসপোর্ট অফিস থেকে শুরু করে আসানসোল, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর- একাধিক জায়গার পোস্ট অফিসে এই বোমাতঙ্ক ছড়ায়। এরপরই রুবি পাসপোর্ট অফিস বিল্ডিং খালি করে দেওয়া হয়। আনন্দপুর থানার পুলিশ, লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ ও বম্ব স্কোয়াডের টিম তল্লাশি করছে। এদিকে সূত্রে খবর, সেক্টর ফাইভের পাসপোর্ট অফিসেও বোমাতঙ্ক ছড়ায়। এই ঘটনায় ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

এরই পাশাপাশি বেলা গড়াতেই আরও একাধিক পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। বাঁকুড়ার মুখ্য ডাকঘরেও ছড়ায় এই বোমাতঙ্ক। সূত্রে খবর, ই-মেইলে জানানো হয় পোস্ট অফিস বিল্ডিংয়ে আরডিএক্স থাকার খবর। তারপরই তড়িঘড়ি সকলকে বার করে দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় বাঁকুড়ার মুখ্য ডাকঘর। এর পাশাপাশি বালুরঘাট হেড পোস্ট অফিসে বোমা আতঙ্কের খবর ছড়ায়। জানা গিয়েছে, বালুরঘাট প্রধান ডাকঘরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একটি বার্তা বৃহস্পতিবার সকালে আসে যে যে সমস্ত

ডাকঘরে পাসপোর্ট পরিষেবা দেওয়া হয় সেই সব ডাকঘর টার্গেট করা হচ্ছে। আর সেখান থেকেই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় বালুরঘাট প্রধান ডাকঘর খালি করে দেওয়া হয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকেও।

এরপর বালুরঘাট প্রধান ডাকঘরে এসে তল্লাশি চালানো হয় পুলিশের তরফ থেকে। শুধু বালুরঘাটই নয় বোমাতঙ্কে বন্ধ করা হয় কাটোয়ার মুখ্য ডাকঘরও। বর্ধমান জেলা ডাকঘর থেকে ই-মেইল মারফত জানানো হয়েছে জরুরি ভিত্তিতে ডাকঘর খালি করে দেওয়ার। এই নির্দেশ আসার পরই কাটোয়া মুখ্য ডাকঘরের আধিকারিক প্রণবেশ চট্টোপাধ্যায় ডাকঘরের গ্রাহক থেকে সকলকে বের করে দিয়ে পুলিশে খবর দেন।

অন্যদিকে, এই বোমাতঙ্কের খবর আসে আসানসোল হেড পোস্ট অফিসের থেকেও। মেইল-এ হুমকি দেওয়া হয় দুপুর দুটো নাগাদ উড়িয়ে দেওয়া হবে, পোস্ট অফিস।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী

আমি Atanu Majhi S/o. Jadab Majhi গত ইং ২২/০২/২০২৬ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sahid Sekh নামে পরিচিত হইয়াছি। ২৪/০২/২০২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৯৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sahid Sekh ও Atanu Majhi S/o. Jadab Majhi R/o. Bhabanandapur, Barddhaman- 713122, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

আমি প্রণব নাথ চক্রবর্তী, পিতা- মৃত সুকুমার নাথ চক্রবর্তী আমার পিতার আসল নাম সুকুমার নাথ চক্রবর্তী যেটি তার ভোটের ছবিতে উল্লেখিত রয়েছে। কিন্তু আমার পিতার জমির দলিলে নং 13290/1968 ভুলবশত শ্রী সুকুমার নাথ হয়ে আছে। 24-02-2026 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে (SI- 2995) এফিডেভিট বলে আমার পিতা সুকুমার নাথ চক্রবর্তী ও শ্রী সুকুমার নাথ উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

### নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫১৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Shyamal Munshi S/o. Tapan Munshi ও Shyamal Kumar Munsi S/o. Tapan Kumar Munsi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

LIC পলিসি নং 424855311 এতে আমার নাম Nurjaman, পিতা- Golam Biswas আছে। গত ১৬/২/২০২৬ ডোমকল S.D.E.M কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Akikul Islam এবং Nurjaman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

### নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪৯৯৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Khayerul Mallick S/o. Sabur Mallick ও Khayrun Mallick S/o. S. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### Change of Name

I, **CHIPPDA NAVEEN KUMAR** S/o Lt. CH Sanyasi Rao Residing at Qtr No.- L/72, A-1, Unit No.- 20, New Settlement, Ward No.- 18, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur, Pin-721 301, W.B. shall henceforth be known as **CH NAVEEN KUMAR** as declared In the Court of the LD. Judicial Magistrate, (1st Class) at Dist.- Paschim Medinipur vide affidavit no. 5746, dated 21/02/2026. **CHIPPDA NAVEEN KUMAR** and **CH NAVEEN KUMAR** both are same and identical person.

### NAME CHANGE

I, Sri. Jaydeb Banerjee S/o of Anil Banerjee, aged about 54 years, by faith Hindu, by occupation: Daily Labour, residing at-Naridana, P.S.- Baruipur, Dist.- South 24 Parganas, Pin-743330, West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare that my name wrongly recorded as Rabin Ghosal, S/o- Anil Ghosal in place of Sri. Jaydeb Banerjee S/o of Anil Banerjee in my Aadhar Card being no.-5302 7961 1620. Hence Rabin Ghosal, S/o- Anil Ghosal & Sri. Jaydeb Banerjee S/o of Anil Banerjee is one and same identical person Vide Affidavit No. 761 Dated - 03.12.2025 In the Howrah City Civil Court

I, Nurjaman Seikh S/O- Lt. A Kadir [illegible]

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the general public that Muthoot Fincorp Ltd., through its empanelled legal vendor Insta Legal Services, having its registered office at 710 A & 711 A, 7th Floor, Phase–II, Spencer Plaza, Mount Road (Anna Salai), Chennai-600002, proposes to create a mortgage over ALL THAT piece and parcel of land measuring about (7.5 + 2.5) = 10 decimals, forming part of R.S. & L.R. Dag Nos. 627 & 665, appertaining to L.R. Khatian No. 4675, Mouza-Kharduttapara, J.L. No. 05, P.S.-Purbasthali, within the local limits of Pila Gram Panchayat, under the jurisdiction of A.D.S.R., Purbasthali, District – Purba Bardhaman.

Any person(s) having or claiming any right, title, interest, claim, objection, or encumbrance whatsoever in respect of the said property are hereby required to submit their claims in writing, along with supporting documents, to the undersigned within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice.

In the event of no claim being received within the aforesaid period, it shall be conclusively presumed that no such claim exists, and the proposed mortgage shall be affected without any further reference.

Pranayan Chandra
Advocate
Insta Legal Services
(Authorised on behalf of Muthoot Fincorp Ltd.)
Mobile : 8777407081
Email: **instalegalservices@gmail.com**

### নাম পরিবর্তন

আমি, VIDUSHI SINHA, পিতা AMRITANSH DHARI SINHA, ঠিকানা- Tower 2 , Flat no. 7D, South City Garden, 61 BL Saha Road, New Alipore, Kolkata - 700053 এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে আমার নাম VIDUSHI SINHA থেকে পরিবর্তন করে VIDUSHI MISHRA হয়েছি, গত ২৩.০২.২০২৬ তারিখে আলিপুর, কলকাতা ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট (নং ঃ **7360**) বলে VIDUSHI SINHA ও VIDUSHI MISHRA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে সর্বত্র পরিচিত হইলাম।

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২৭শে ফেব্রুয়ারি। ২০ শে অগ্রহায়ণ। শুক্র বার। একাদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশত্তরী রাহু মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই, বেলা ১০/৫৮ র পরে দ্বীপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

**বৃষ রাশি :** ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

**মিথুন রাশি :** তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবো মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

**কর্কট রাশি :** বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

**সিংহ রাশি :**। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

**কন্যা রাশি :** আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

**তুলা রাশি :** এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

**বৃশ্চিক রাশি :** একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

**ধনু রাশি :** তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

**মকর রাশি :** প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

**কুম্ভ রাশি :** দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

**মীন রাশি :** পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

**(আজ আমলকি একাদশী তিথি। শ্রী গোবিন্দার্চন।)**

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমাদের মক্কেলের পক্ষে, আধার হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড, বারাকপুর শাখা, আমি এতদ্বারা অবগত করছি যে, জনৈক শ্রী জীতেন্দ্র কুমার শর্মা পিতা মিশ্রিলাল শর্মা নিবাস ৮ আমরাতলা স্ট্রিট, ১৩৯০৬৯২ টাকা ঋণের জন্য আবেদন করেছেন বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অফিস স্পেস দলিল নং ৫০৮, ষষ্ঠতলে, পরিমাপ আনুমানিক ১৮৭ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (ঢাকা এরিয়া ২২৫ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৩৬ বর্গফুট) বিল্ট এবং নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৯ কাঠা ০৩ ছটাক ২০ বর্গফুট তদস্থিত বহুতল ভবন নির্মিত কমবেশি হোল্ডিং নং ১৫৬, ব্লক ১১, উত্তর ডিভিশন-কলকাতা, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৮, আমরাতলা স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০০১, থানা : বড়বাজার, ওয়ার্ড নং ৪২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা -কলকাতা।

হস্তান্তর দলিল তারিখ ২৫.০৯.২০২৫, তুলশান প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড, প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম ডিরেক্টর নাম শ্রী কুনাল ঝুনঝুনওয়ালা কর্তৃক, সংশ্লিষ্ট সকল অফিস স্পেস নং ৫০৮, ষষ্ঠতলে, পরিমাপ আনুমানক ১৮৭ বর্গপুট কার্পেট এরিযা (ঢাকা এরিয়া ২২৫ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৩৬ বর্গফুট) বিল্ট এবং নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৯ কাঠা ০৩ ছটাক ২০ বর্গফুট তদস্থিত বহুতল ভবন নির্মিত কমবেশি হোল্ডিং নং ১৫৬, ব্লক ১১, উত্তর ডিভিশন-কলকাতা, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৮, আমরাতলা স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০০১, থানা : বড়বাজার, ওয়ার্ড নং ৪২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা -কলকাতা, সম্পত্তি শ্রী জীতেন্দ্র কুমার শর্মার নামে। উক্ত দলিল যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এ আর এ -৩, কলকাতা অফিসে এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৩-২০২৫, পৃষ্ঠা ৩৩৯৪৮৬ থেকে ৩৩৯৫১৫, দলিল নং ১৯০৩০৮৭৩৫-২০২৫ সালের।

কোনও ব্যাঙ্ক বা কোনও ব্যক্তির কোনও আপত্তি/দাবি থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

**বিমান কুমার দাস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
অ্যাডভোকেটস
১২/২, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
কলকাতা -৭০০০০১ ফোন : ০৩৩-৪০০৩-৮৯৫২**

### বিজ্ঞপ্তি

**IN THE 1st COURT OF CIVIL JUDGE (SR. DIV.), MEDINIPUR**
**T.S. NO. 258 OF 2023**
**Sri Kartick Rakshit @ Modok ........... Plaintiff**
**Vs.**
**Sri Dilip Rakshit @ Modok and others ....... Defendants**

এতদ্বারা শ্রী **শ্যামসুন্দর পিড়ি**, পিতা - স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় পিড়ি, সাকিন - পিয়াসালা, পোস্ট - হুমগড়, থানা - গোয়ালতোড়, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর মহাশয়ের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, **শ্রী কার্তিক রক্ষিত @ মোদক**, পিতা - স্বর্গীয় গোবর্ধন রক্ষিত @ মোদক, সাকিন- পিয়াসালা, পোস্ট-হুমগড়, থানা- গোয়ালতোড়, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, মহামান্য ৩য় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে শ্রী **দিলীপ রক্ষিত @ মোদক** দীং বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তিতে লইয়া T.S. No. 258/2023 নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা **শ্রী শ্যামসুন্দর পিড়ি** ৯ নং বিবাদী হইতেছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা আগামী 29.04.2026 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ে আপনার কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে, আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে।

**তপশীল A** : জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - গোয়ালতোড়, মৌজা - পিয়াসালা, জে.এল. নং-৩৬৪, দাগ নং-৭৭৭, ধনী সয়েম, পরিমাণ - ০.১০ একর, দাগ নং- ৭৭৯, ধনী সয়েম, পরিমাণ - ০.১৩ একর, দাগ নং - ৭৮০, ধনী সয়েম, পরিমাণ - ০.১৩ একর দাগ নং - ৭৮১, কালা দোয়েম, পরিমাণ - ০.০৭ একর।

**তপশীল B** : জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - গোয়ালতোড়, মৌজা-পিয়াসালা, জে.এল. নং-৩৬৪, দাগ নং- ৭৯১, পরিমাণ-০.১২ একর

**তপশীল C** : জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - গোয়ালতোড়, মৌজা - নাগদি পাড়া, জে. এল. নং - ৩৬৫, দাগ নং - ৬৩, পরিমাণ - ১.২৫ একর

**তপশীল A1** : জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - গোয়ালতোড়, মৌজা - পিয়াসালা, জে. এল. নং - ৩৬৪, দাগ নং - ৭৮১, কালা দয়েম, পরিমাণ - ০.০৭ একর

আদেশানুসারে,
**Supriya Patra (Sheristadar)**
Civil Judge (Sr. Division)
1st Court, Medinipur
Paschim Medinipur

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সর্বাণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

**রাজ টেলিকম,**
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

**সুজয়া উদ্যোগ সমুহ,**
**শ্রীধর অঙ্গন,** বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

**অবসর,**
**ডি. বালা,** চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

**সবিতা কমিউনিকেশন,**
**প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার,** ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
**সুরজিৎ মাইতি,** পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

**শ্যাম কমিউনিকেশন,**
**দেবব্রত পাঁজা,** দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

**মানসী অ্যাড এজেন্সি,**
**শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি**
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

**শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,**
**রেখা দাস,** নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

**মুর্শিদাবাদ**

**পি' অ্যাডস সলিউশন,**
**অমিত কুমার দাস,** ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

**বীরভূম**

**সংবাদ সারাদিন,**
**মৃণালজিৎ গোস্বামী,** সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

**মিডিয়া হাউস,**
**প্রঃ- পরিতোষ দাস,** কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

**লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,**
**প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল,** নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# ‘পরিবর্তন যাত্রা’য় ভোটের বার্তা, হাওড়ায় রাজনাথের হাতেই যাত্রার সূচনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** ভোটের আগে রাজনৈতিক ময়দান গরম। সেই আবহেই ২ মার্চ হাওড়ায় জনসভা করতে আসছেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বিকেল ২টা ৫০ মিনিটে আমতা হেলিপ্যাডে নামার পর জয়পুরের আমড়াগড়ি মাঠে বিকেল ৩টা থেকে সভা। সেখান থেকেই সূচনা হবে ‘পরিবর্তন যাত্রা’র।

দলীয় শিবিরের বক্তব্য, এই কর্মসূচি কেবল আনুষ্ঠানিক নয়; রাজ্যে সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে চাঙ্গা করার কৌশল। রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানান হয়েছে , বাংলায় রাজনৈতিক বদলের দাবি এখন জনমানসে। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সভা সেই দাবিকে শক্ত ভিত দেবে। সভায় জাতীয় নিরাপত্তা, সীমান্ত সুরক্ষা এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেতে পারে বলে ইঙ্গিত।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, হাওড়া জেলা প্রতীকীভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পাঞ্চল, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল এবং গ্রামীণ ভোট; তিনটির সমন্বয়ে এখানে বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ বেশি। তাই ‘পরিবর্তন যাত্রা’কে কৌশলগত সূচনা হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসন নিরাপত্তা জোরদার করেছে। বহুস্তরীয় ব্যারিকেড, নজরদারি ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিরোধী শিবির অবশ্য কটাক্ষ করেছে; সভা দিয়ে মাটি বদলায় না, মানুষের আস্থা বদলাতে হয়। সবমিলিয়ে ২ মার্চের জনসভা কেবল একটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয়; আসন্ন নির্বাচনের আগে শক্তি প্রদর্শন এবং মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের সূচনা বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা।

# শিলিগুড়িতে মিছিলে লাঠিচার্জ, তীব্র নিন্দায় শুভেন্দু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি:** উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক সদর দপ্তর উত্তরকন্যা অভিমুখে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি মিছিলকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়িতে। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের আহ্বানে আয়োজিত এই পদযাত্রার পটভূমিতে ছিল এক গর্ভবতী আদিবাসী মহিলার উপর নির্যাতনের অভিযোগ-সহ একাধিক দাবি। অভিযোগ, মিছিল এগোতে থাকতেই পুলিশ তা আটকে দেয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নামে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এতে বহু মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হন, কয়েকজনের চোট গুরুতর। বেশ কয়েকজনকে আটকও করা হয়েছে বলে জানা যায়।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, আন্দোলনকারীদের দাবিগুলি অত্যন্ত সঙ্গত, এবং আমি তাদের এই দাবিগুলির সঙ্গে পূর্ণ সহমত পোষণ করছি। তাঁর অভিযোগ, নিরস্ত্র সাধারণ শান্তিপূর্ণ এই বিক্ষোভ মিছিলের উপর পুলিশ ও প্রসাশনের এই নারকীয় আক্রমণ গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী।

তিনি আরও জানান, যে সকল নিরীহ আন্দোলনকারীদের বিনা প্ররোচনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাদের যত দ্রুত সম্ভব নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করছি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজির কাছে। পাশাপাশি আহতদের অবিলম্বে সরকারি চিকিৎসা ও অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে তফসিলি জাতি ও উপজাতি আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন তিনি।

# GOBOULT অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ

কলকাতা ভারতের দ্রুততম জনপ্রিয় অন্যতম অডিও ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি, GOBOULT, এবার এই কোম্পানি নিজেদের অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ করেছে কারণ কোম্পানি ৮০০ কোটি টাকার রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পূরণ করেছে। কোম্পানিটি এখন FY27 - FY28 এর মধ্যে ৩,০০০ কোটির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পা বাড়াল। কোম্পানি নিজেদের প্রোডাক্টকে আরও উন্নত করে তুলতে আগ্রহী হয়েছে। কোম্পানির উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হল Mustang এর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী পার্টনারশিপ। এবার এই পার্টনারশিপ অনেক বড় স্তরে প্রভাব ফেলবে। GOBOULT হল একমাত্র ভারতীয় কোম্পানি যারা Mustang এর মতো একটি বিশ্বব্যাপী অটোমোটিভ পারফরম্যান্স আইকনকে একটি অডিও এবং ওয়েরাবল ইকোসিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়া GOBOULT ঘোষণা করে Mustang এর তিনটি স্মার্টওয়াচ-স্ট্যালিওন, রেসার এবং মাসল ও Mustang এর স্প্রিন্ট টিডাব্লুএস লঞ্চ করল।

# আগামী ৫ বছরে ৪৩০টি দ্বিভাষিক মডেল স্কুল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। নবান্নে বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে আড়াই হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এর আওতায় আগামী পাঁচ বছরে জেলায় জেলায় ৪৩০টি দ্বিভাষিক মডেল স্কুল গড়ে তোলা হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। মোট ব্যয়ের ৭০ শতাংশ বহন করবে এডিবি এবং বাকি ৩০ শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের ৪৩০টি ব্লকের প্রতিটিতে অন্তত একটি করে মডেল স্কুল গড়ে তোলা হবে। ৮৭টি অনগ্রসর ব্লকে দুটি করে আধুনিক স্কুল নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সব স্কুলেই বাংলা ও ইংরেজি;দুই মাধ্যমেই পড়াশোনার সুযোগ থাকবে।

মন্ত্রী জানান, এই উদ্যোগ কেবল পরিকাঠামো সংস্কারে সীমাবদ্ধ থাকবে না। উন্নত পাঠদান পদ্ধতি, অত্যাধুনিক গ্রন্থাগার, উন্নত স্যানিটারি ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে। পৃথক মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। বড় সংখ্যায় শিক্ষক নিয়োগের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ইতিমধ্যেই দেশের প্রথম সারিতে রয়েছে, সেই অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করতেই এই প্রকল্প। অন্যদিকে প্রি-স্কুল স্তরে আইসিডিএস বা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করতে ২,১৪৮ কোটি টাকার আরেকটি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ৫০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেও ৭০ শতাংশ অর্থ দেবে এডিবি এবং ৩০ শতাংশ রাজ্য সরকার। পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিশুদের উন্নত মানের শিক্ষাসামগ্রী ও পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হবে। সরকারি স্কুলের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরও বাড়ানোই এই আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন মন্ত্রীরা।

# কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে আলু কেনার ভাবনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যে এবার রেকর্ড আলুর উৎপাদন হওয়ায় দাম পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রাজ্য সরকার কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে আলু কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মার্চ মাসে আলু ওঠা শুরু হলে প্রতি কেজি ৯ টাকা ৫০ পয়সা দরে আলু কেনা হবে বলে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে রাজ্যমন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, আপাতত ১২ লক্ষ টন আলু কেনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জুন মাসের পর হিমঘর থেকে ধাপে ধাপে বাজারে ছাড়া হবে সেই আলু। গত ১৪ বছরে মোট পাঁচ বার সরকার আলু কিনেছে, প্রায় ৩১ হাজার টন আলু কেনা ও বিক্রি করা হয়েছে বলে জানান তিনি। অন্য রাজ্যে আলুর দাম কমতে শুরু করায় আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কৃষক যাতে অভাবী বিক্রিতে বাধ্য না হন, তা নিশ্চিত করাই লক্ষ্য বলে জানান মন্ত্রী।

চা বাগান এলাকায় স্বাস্থ্য ও শ্রমিক কল্যাণে জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা চা বাগান এলাকায় স্বাস্থ্য ও শ্রমিক কল্যাণে জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক জানান, দেড় মাসের মধ্যে ১৯টি চা বাগানে নতুন করে হেলথ সেন্টার চালু করা হয়েছে। তুড়তুড়ি চা বাগানও পুনরায় খোলা হয়েছে। শ্রমিক পরিবারের শিশুদের জন্য ৯৫টি ক্রেশ গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে শ্রমিকরা কাজে যাওয়ার সময় সন্তানদের নিরাপদে রাখতে পারেন। বর্তমানে ১৯টি চা বাগানে প্রায় ১৩ হাজার ৭৪৪ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন বলে জানান মন্ত্রী। মন্ত্রীদের বক্তব্যে স্পষ্ট, কৃষক সুরক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষা ও শ্রমিক কল্যাণ; বিভিন্ন ক্ষেত্রে একযোগে পরিকাঠামো শক্তিশালী করতেই একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

# এসআইআর আতঙ্কে মৃত ও হয়রানির শিকার পরিবারগুলির পাশে প্রশাসন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** এসআইআর আতঙ্কে মৃত ও হয়রানির শিকার পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার তাদের পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্তেও শিলমোহর দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। শুক্রবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এরকম ৬১ জনের তালিকা অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে এসআইআর আতঙ্কে মৃত ৫৬ জনের পরিবারের নিকট আত্মীয়দের নাম রয়েছে। এছাড়াও নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়া ও হয়রানির শিকার হওয়ার অভিযোগে চিহ্নিত আরও পাঁচটি পরিবারের একজন সদস্যের নামও নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এদের সকলকেই হোমগার্ড পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা ও নদিয়া; এই ১৪ জেলার মোট ৬১টি পরিবারের একজন করে সদস্যকে চাকরি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক বা চাপ সহ্য করতে না পেরে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, কয়েকজন বিএলও-ও আত্মহত্যা করেছেন। বহু সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনাও সামনে এসেছে। সেই সমস্ত ঘটনার তালিকা ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। অল্প বয়সে মৃত ব্যক্তি কিংবা পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী সদস্যের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। সমস্ত মন্ত্রীদের উপস্থিতিতেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

*সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যকর ও বকেয়া ডিএ’র দাবিতে রাস্তায় শুয়ে বিক্ষোভ। ছবি: অদিতি সাহা*

# বসিরহাট পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** আদালতের পর এবার পোস্ট অফিস। বসিরহাট বোমাতঙ্ক এবার বসিরহাট হেড পোস্ট অফিসে। খবর পেয়েই বোম স্কোয়াডের প্রতিনিধিরা তল্লাশি করে। তবে শেষ পর্যন্ত কিছুই মেলেনি। বসিরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। জানা গেছে, ইমেল মারফত জানানো হয়েছে বোম আছে পোস্ট অফিসে। শুরু হয় চাঞ্চল্য। পোস্ট অফিস থেকে গ্রাহকদের বের করে দেয়, পাশাপাশি এলাকাও ফাঁকা করে দিয়ে দিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার

# ‘এনআইএ তো কেস ডায়েরি নিয়ে পালিয়ে যাবে না’ বেলডাঙার মামলায় রাজ্যকে ভর্ৎসনা আদালতের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা নিয়ে মামলা চলছিল এনআইএ বিশেষ আদালতে। বৃহস্পতিবার ফের ছিল সেই মামলার শুনানি। এর আগে তদন্তের কেস ডায়রি এনআইএ-র হাতে তুলে না দেওয়া নিয়ে বিচারকের ভর্ৎসনার মুখে পড়েছিল পুলিশ।

এই মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা এবং পুলিশের উপর হামলার অভিযোগ রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে এনআইএ তদন্ত শুরু করে। কিন্তু তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় কেস ডায়রি রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে এনআইএ-কে দেওয়া হয়নি। এর ফলে আদালতের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগ ওঠে।

আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবারের শুনানিতে এনআইএ-র আইনজীবী দাবি করেন, সাতজন অভিযুক্তকে তাদের হেপাজতে দেওয়া হোক এবং বাকি ২৪ জনকে জেল হেপাজতে পাঠানো হোক। তিনি অভিযোগ করেন, হেপাজত না পাওয়ায় তদন্ত আটকে রয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়া যাচ্ছে না। এরপরই বিচারক শ্রুতিরুপা ঘোষ মাজি স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন তোলেন, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য কেন তা পালন করছে না। তিনি বলেন, এনআইএ তো কেস ডায়েরি নিয়ে পালিয়ে যাবে না।

রাজ্যের আইনজীবী জানান, তাঁরা হাইকোর্টে আবেদন করেছেন যে এনআইএ আদৌ তদন্ত করতে পারে কি না। তাই বিষয়টি বিচারাধীন এবং কিছু সময় দেওয়া উচিত। অভিযুক্তদের আইনজীবীরাও বলেন, কেস ডায়রি এনআইএ পাবে কি না তা স্পষ্ট না হওয়ায় তাঁরা জামিনের আবেদন করতে পারছেন না। তবে এদিন আদালতের নির্দেশ মেনে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ অভিযুক্তদের কলকাতার এনআইএ আদালতে নিয়ে আসে। এর আগে পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকার কারণে তিনবার নির্দেশ মানা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল।

এদিকে পুরো ঘটনাটি রাজ্য বনাম কেন্দ্রীয় সংস্থার টানাপোড়েনকে সামনে নিয়ে এসেছে। আদালতের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। অন্যদিকে এনআইএ দাবি করছে যে তদন্ত কার্যত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই মামলার ভবিষ্যৎ এখন অনেকটাই নির্ভর করছে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের উপর, যেখানে এনআইএ-র তদন্তের বৈধতা নিয়ে শুনানি চলছে।

# বসন্ত আবাহনে সাজছে জাদুঘর, ডোনা গাঙ্গুলি ও আনন্দ গুপ্তের মহড়ায় উৎসবের প্রস্তুতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** প্রকৃতিতে এখন পলাশের আগুন আর শিমূলের লাল আভা। বসন্ত এসেছে দ্বারে, আর সেই ঋতুরাজকে স্বাগত জানাতে এক অভিনব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে মেতেছে ভারতীয় জাদুঘর। সহযোগিতায় বিশিষ্ট ওডিশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলির সংস্থা ‘দীক্ষা মঞ্জরী’। আগামী ১ মার্চ জাদুঘর প্রাঙ্গণে আয়োজিত হতে চলেছে এই বর্ণাঢ্য ‘বসন্ত উৎসব’। মূল অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। সম্প্রতি জাদুঘর চত্বরে হয়ে গেল এক বিশেষ মহড়া, যেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং ডোনা গাঙ্গুলি। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে একদল তরুণ নৃত্যশিল্পী ওডিশি মুদ্রার মাধ্যমে বসন্তের রূপ ফুটিয়ে তুলছেন। নাচের পাশাপাশি এই উৎসবের অন্যতম স্তম্ভ রবীন্দ্রসংগীত। মহড়ায় সুরের জাদু ছড়িয়েছেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী আনন্দ গুপ্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রঘুনাথ দাস। গান, নাচ ও কথামালার এক অনন্য মেলবন্ধনে বসন্তের গানগুলো প্রাণ ফিরে পাচ্ছে মহড়া কক্ষের অন্দরে। আয়োজকদের মতে, ভারতীয় জাদুঘরের মতো ঐতিহাসিক জায়গায় এই আয়োজন শহরবাসীকে শান্তিনিকেতনের আমেজ উপহার দেবে। ১ মার্চের এই অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন থাকবে ধ্রুপদী নৃত্যের গাম্ভীর্য, অন্যদিকে থাকবে ফাগুনের গান ও কবিতা। শহরের যান্ত্রিকতা ভুলে বসন্তের রঙে নিজেদের রাঙিয়ে নিতে এখন শুধু মূল অনুষ্ঠানের অপেক্ষা।

# বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরির বিজেপিতে যোগ, রাজ্যের কর্মনীতি নিয়ে আক্রমণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতার সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব-এর উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্য সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান।

দলে যোগ দিয়েই রাজ্যের কর্মসংস্থান নীতি নিয়ে সরব হন সুমিত্র। তাঁর অভিযোগ, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত লক্ষ লক্ষ যুবকের তথ্য একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে মুছে ফেলা হয়েছিল। সেই জায়গায় নতুন করে কর্মব্যাংক চালু করে প্রায় ৪০ লক্ষ তরুণ-তরুণীর নাম তোলা হয় বলেও দাবি করেন তিনি। পরবর্তীতে যুবশ্রী প্রকল্প চালু হলেও তা বন্ধ হয়ে যায় বলে মন্তব্য তাঁর। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সুমিত্রের কটাক্ষ, যুবসাথী প্রকল্পে বেকারদের দিনে মাত্র ৫০ টাকা দেওয়া হচ্ছে, এতে প্রকৃত কর্মসংস্থানের চাহিদা কোনওভাবেই পূরণ হয় না। মন্ত্রী যাদব তাঁর বক্তৃতায় স্মরণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কে। তাঁর কথায়, বন্দে মাতরম শুধু গান নয়, জাতির আত্মপরিচয়ের শিকড়। সেই আদর্শ নতুন প্রজন্মকে পথ দেখাবে। তিনি আরও বলেন, সমাজের বিশিষ্ট ও দেশমনস্ক মানুষদের অংশগ্রহণে রাজ্যে ইতিবাচক পরিবর্তনের ভিত আরও মজবুত হবে।

# নতুন ১৫ পদ সৃষ্টি, ৫১ পদ পূরণের অনুমোদন মন্ত্রিসভা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে নতুন করে ১৫টি পদ সৃষ্টির পাশাপাশি ৫১টি শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই প্রস্তাবগুলিতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।**

**সূত্রের খবর, বক্রেশ্বর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, মুক্তিমপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পাথরচাপড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ফুরফুরা শরিফ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং তারকেশ্বর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যানারের ৫টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুততর করতেই এই সিদ্ধান্ত বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।**

**এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ পুর পরিষেবা কমিশনের মাধ্যমে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরে মেডিক্যাল অফিসার (জেনারেল) পদে ৪১টি শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগের ছাড়পত্র দিয়েছে মন্ত্রিসভা। নগর স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও জোরদার করতেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে।**

**শিক্ষাক্ষেত্রেও নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত হয়েছে। কলকাতার এআইডব্লিউসি বুনিয়াদি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিক বিভাগে ৭টি নিয়মিত শিক্ষকপদ সৃষ্টি ও পূরণের প্রস্তাব অনুমোদন পেয়েছে।**

**শিলিগুড়ি পুরনিগমে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ৩টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ওষুধধ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাগারে জুনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসারের ১টি, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্টের ৫টি এবং জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্টের ৪টি পদ পূরণের প্রস্তাবও এদিন মন্ত্রিসভায় পাশ হয়েছে।**

**প্রশাসনিক মহলের মতে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকাঠামো ও গবেষণা;এই চার ক্ষেত্রে কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।**

# নারী সুরক্ষায় শহরে ‘কলকাতা পুলিশ পিঙ্ক উইমেন বুথ’

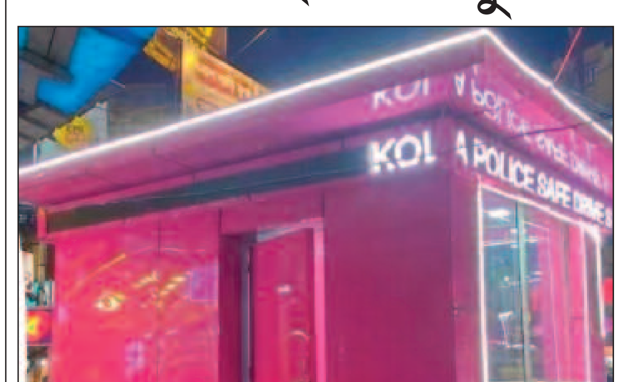

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** এবার লালবাজারের তরফ থেকে তৈরি হল ‘কলকাতা পুলিশ পিঙ্ক উইমেন বুথ’। একটি, দু’টি নয়, শহরজুড়ে মোট ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দেখা যাবে গোলাপি রঙা এই পুলিশ কিয়স্ক। যার মূল উদ্দেশ্য হল মহিলাদের যাবতীয় বিপদের দ্রুত সমাধান। নারী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই লালবাজারের এই অভিনব উদ্যোগ। শহরের নানা জায়গায় নজরে আসবে এই অত্যাধুনিক গোলাপি কিয়স্ক। যে কোনও রকম বিপদ, অভিযোগ, সমস্যা জানাতে কিংবা সাহায্য চেয়ে এই কিয়স্কের দ্বারস্থ হতে পারেন মহিলারা।

এই প্রসঙ্গে এক ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিক বলেন, মহিলা নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই গোলাপি কিয়স্কগুলি তৈরি করা হচ্ছে। রাত-বিরেতে কিংবা যে কোনও সময়ে, যে কোনও ধরনের অভিযোগ নিয়ে মহিলারা এখানে আসতে পারবেন। মহিলা পরিচালিত হবে এই কিয়স্কগুলি। সরাসরি লালবাজারে অভিযোগ দায়ের করা যাবে এই বুথের মাধ্যমেই। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, অনেক সময়ই থানার আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ জানাতে সংকোচ করেন মহিলারা। সাইবার ক্রাইম হোক কিংবা নিরাপত্তা জনিত কোনও অভিযোগ, মহিলা পরিচালিত এই কিয়স্কে এসে বলতে সমস্যা হবে না কারওই। এমনকী, অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছতে না পারলে এই কিয়স্কগুলি থেকেই সরাসরি নিকটবর্তী থাকায় অভিযোগ জানানো যাবে। একইসঙ্গে এই পিঙ্ক বুথ থেকে লালবাজার কন্ট্রোল রুমে সরাসরি কানেক্ট করার ব্যবস্থা থাকবে। থানার মহিলা সাব ইন্সপেক্টরের সামনে নিঃসংকোচে পুরো অভিযোগ জানাতে পারবেন অভিযোগকারী মহিলা। সরাসরি সেই অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে কন্ট্রোল রুমে। সারা রাত চালু থাকবে এই বিশেষ বুথ। ৩টি শিফটে ২ জন করে মহিলা আধিকারিক থাকবেন। যে কোনও সময়ে এই পিঙ্ক বুথে ছুটে আসতে পারেন মহিলারা।

# কলকাতায় প্রতারণা চক্রে ফের বিহার-সহ একাধিক রাজ্যের যোগ, ধৃত পাঁচ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতায় প্রতারণা চক্রে ফের বিহার সহ একাধিক রাজ্যের যোগ। বিশ্বস্ত সূত্র ও ‘প্রতিবিম্ব’ পোর্টাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কলকাতার পঞ্চসায়র থানা এলাকায় একটি ভুয়ো দেশীয় কল সেন্টারে হানা দিয়ে বড়সড় প্রতারণা চক্রের সদস্যদের গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখা। প্রতারণার ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হলেন, কুমার গৌরব (২৬), এম. বিনয় (৩০), চি. সঞ্জয় (২১), পি. তরুণ কুমার (২১) এবং বি. সূরজ (২১)। এদের মধ্যে কয়েকজনের বাড়ি বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশে, বাকিরা খড়গপুর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরে একটি গোপন কল সেন্টার চালিয়ে সারা দেশের সাধারণ মানুষকে টার্গেট করছিলেন। ফোন কল ও হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মাধ্যমে নিজেদের বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি বা আধিকারিক পরিচয় দিয়ে প্রতারণা চালানো হত। বিশেষ করে ‘ভারত ফার্টিলাইজার স্টোরস অফ ইন্ডিয়া’ নামে ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হত।

# ভবিষ্যতে প্যাকেজিংয়ে প্রযুক্তি ও টেকসই পথের খোঁজে কলকাতায় জাতীয় মঞ্চ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** প্যাকেজিং আর কেবল মোড়কবন্দি করার কৌশল নয়; এখন তা শিল্পনীতির অগ্রভাগে। এই প্রেক্ষাপটে ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার আইটিসি সোনারে বসছে জাতীয় সম্মেলন, আয়োজনে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ প্যাকেজিং। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীন এই শীর্ষ সংস্থা ছয় দশক ধরে মানোন্নয়ন, গবেষণা ও পরীক্ষণ পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে; এবার লক্ষ্য ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণ। দু’দিনের বৈঠকে শিল্পনেতা, নীতিনির্ধারক ও প্রযুক্তিবিদরা আলোচনা করবেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল ট্র্যাকিং ও পণ্যের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। সমান্তরাল সেশনে থাকবে প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাস, ইপিআর অনুবর্তিতা এবং উন্নত পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তি। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনীতিতে প্যাকেজিংকে চালিকাশক্তি করার কৌশল নিয়েও বিশেষ পর্ব থাকছে।

উদ্বোধনী মঞ্চে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডে বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবেশসম্মত প্যাকেজিং-ই আগামী শিল্পবৃদ্ধির ভিত্তি; এখানেই পূর্বাঞ্চলের বড় সুযোগ। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের প্রধান সচিব সুরেন্দ্র গুপ্ত-র বক্তব্য, কৃষি ও খাদ্যপণ্যে নিরাপদ ও টেকসই মোড়ক রপ্তানির প্রতিযোগিতায় আমাদের এগিয়ে দেবে। নাবার্ডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার পিকে ভারদ্বাজ বলেন, গ্রামীণ স্টার্ট-আপকে প্রযুক্তিসম্পন্ন প্যাকেজিংয়ের সঙ্গে যুক্ত করলে কর্মসংস্থান ও মূল্যসংযোজন; দুটোই বাড়বে। সমাপনী দিনে উৎকর্ষের স্বীকৃতি জানাতে পুরস্কার প্রদান হবে।

# বহুতল আবাসনে বাড়ল বুথের সংখ্যা, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কমিশনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে রাজ্যের বহুতল আবাসনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। আগে যেখানে বুথের সংখ্যা ছিল ২১, সেখানে এবার তা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৭৮-এ। তিনশোর বেশি ভোটার রয়েছেন; এমন ৫৭টি বহুতলে নতুন করে কেন্দ্র খোলা হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। বণ্টন তালিকা অনুযায়ী, উত্তর ২৪ পরগনায় সর্বাধিক ১৬টি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২৫টি বহুতলে বুথ তৈরি হবে। কলকাতা শহরে দক্ষিণে ১ ও উত্তরে ৫টি বহুতল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হাওড়ায় ৪টি, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলিতে ৩টি করে আবাসনে ভোটকেন্দ্র গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কমিশনের এক আধিকারিকের বক্তব্য, ভোটারদের সুবিধা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ; দুটো দিক ভেবেই এই সম্প্রসারণ।

## চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু

■ রেলের পোস্টে ধাক্কা খেয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নীচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। বৃহস্পতিবার দুপুরে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে টিটাগড় স্টেশন সংলগ্ন গান্ধি প্রেম নিবাসের কাছে। হাসান আরিফ নামে মৃত ওই যুবক খড়দার মোড়ল পাড়ার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, টিটাগড় স্টেশন ছাড়তেই শিয়ালদহগামী একটি চলন্ত ট্রেনে থাকা যুবক পোস্টে ধাক্কা খেয়ে সটান নীচে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় টিটাগড় গান্ধী প্রেম নিবাসের কাছে। রেললাইনের খুব কাছে থাকা পরপর তিনটি পোল সরানোর দাবিতে সরব হলেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ ফারুক জানান, টিটাগড় ও খড়দার মাঝে ডাউন লাইনে রেললাইন খুব কাছে পরপর তিনটি পোল রয়েছে। যার ফলে চলন্ত ট্রেনে থাকা যাত্রীরা ওই পোলে ধাক্কা খাচ্ছেন। গত দু’মাসে তিনটি ঘটনা ঘটেছে। তাই তাঁরা ওই তিনটি পোল সরানোর দাবি করছেন।

## কবে ঘোষণা ভোটের?

■ ভোটের আগে মনোনয়ন ঘিরে অশান্তির পুনরাবৃত্তি রুখতে কড়া বার্তা দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে প্রার্থী-পত্র জমা দেওয়ার প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। কমিশন সূত্রের বক্তব্য, অতীত অভিজ্ঞতায় মনোনয়ন পর্যায়ে ভয় দেখানো, বাধা সৃষ্টি ও চাপ প্রয়োগের অভিযোগদ সামনে এসেছিল। তাই শুরু থেকেই কড়া তদারকি। জানা গিয়েছে, ১,৪৪৪ জন আধিকারিককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সেখান থেকে বাছাই করে ২৯৪ জনকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার সঙ্গে আদর্শ আচরণবিধি জারি হলেই তাঁরা মাঠে নামবেন। তাঁদের কাজ হবে মনোনয়ন প্রক্রিয়ার পূর্ণ নজরদারি, অভিযোগের তাৎক্ষণিক নিস্পত্তি এবং প্রাক-ভোটে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা পর্যবেক্ষণ। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর যানবাহনে জিপিএস বসানোর পরিকল্পনাও রয়েছে, যাতে রিয়েল-টাইমে গতিবিধি দেখা যায়। বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রকাশ হতে পারে। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মানা হলে তালিকা সম্পূর্ণ প্রকাশের আগেও নির্ঘণ্ট ঘোষণা সম্ভব। ইঙ্গিত মিলছে, হোলির পরপরই ৪ মার্চ সূচি জানানো হতে পারে। বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ ৭ মে ২০২৬; তার আগেই ভোট সেরে ফেলতে চায় কমিশন।

## বোমাতঙ্ক

■ আদালতের পর এবার লক্ষ্য ডাকঘর। বৃহস্পতিবার বেলায় একটি উড়ো ইমেল ঘিরে কলকাতা-সহ জেলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ডাকঘরে ছড়িয়ে পড়ল বোমাতঙ্ক। এদিকে বোমাতঙ্কের খবর পেয়েই তড়িঘড়ি ব্যারাকপুর প্রধান ডাকঘরে পৌঁছয় ব্যারাকপুর থানার পুলিশ, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দ্রবদন ঝা-সহ বম্ব স্কোয়াডের আধিকাররিকরা। ডাকঘর থেকে সমস্ত কর্মচারী ও গ্রাহকদের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। এরপর ডাকঘরের ভেতর এবং ডাকঘরের চারপাশে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। যদিও তল্লাশিতে কোনও বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দ্রবদন ঝা বলেন, কলকাতার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ইমেল এসেছিল। মূলতঃ যেসকল ডাকঘরে পাসপোর্ট অফিস রয়েছে। সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেহেতু ব্যারাকপুর প্রধান ডাকঘরে পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্র রয়েছে। তাই এখানে তল্লাশি চালানো হয়েছে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। প্রসঙ্গত, একইভাবে কলকাতা নগর দায়রা আদালত-সহ বিভিন্ন আদালতে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল।

# সুখবৃষ্টি আবাসনে তীব্র জলসংকট, জেরবার বাসিন্দারা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন:** নিউটাউনের সাপুরজিতে সুখবৃষ্টি আবাসন। আর এই সুখবৃষ্টি আবাসনের ই-ব্লকে ডায়ারিয়া প্রকোপের পর রিজার্ভার ও ট্যাংক পরিষ্কারের পরেও জলে মিলল কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া। ফলে নতুন করে আতঙ্ক ছড়ায় এই আবাসনের বাসিন্দাদের মধ্যে। ওই জল পানীয় হিসাবে যেন কেউ ব্যবহার না করেন, সে ব্যাপারে সচেতন করা হয়েছে আবাসিকদের। এ নিয়ে প্রচারও করা হয়। প্রসঙ্গত, সপ্তাহ দু’য়েক আয়েই সুখবৃষ্টি আবাসনের ই-ব্লকের শতাধিক আবাসিক ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। বিষয়টি নজরে আসার পর মেডিকেল ক্যাম্প, বিকল্প পানীয় জল সরবরাহ সহ নানা তৎপরতা শুরু হয়। আবাসনের জলের নমুনা পরীক্ষায় কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়। তারপর এনকেডিএ কর্তৃপক্ষের তদারকিতে আবাসনের আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার এবং ওভারহেড ট্যাংক পরিষ্কার করা হয়। আবাসিকদের কথায়, মঙ্গলবার জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। বুধবার সেই রিপোর্ট এসেছে। তাতে ফের কলিফর্মের উপস্থিতি নজরে এসেছে। কবে সমস্যা মিটবে, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন আবাসিকরা। প্রশাসনের হস্তক্ষেপও দাবি করেন তাঁরা। এদিকে এই আবাসন-এর

ই-ব্লকে দীর্ঘদিন ধরে চলছে পানীয় জলের তীব্র সংকট। পরিস্থিতি সামাল দিতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর এবং পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আবাসনের বিভিন্ন ব্লকের সামনে পানীয় জলের ট্যাংকার রাখা হয়েছে। তবে সমস্যা এখনও সম্পূর্ণ মেটেনি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিদিন ট্যাংকার থেকে জল সংগ্রহ করে চারতলা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। অনেকেই বাধ্য হয়ে বাজার থেকে জল কিনছেন। অভিযোগ আরও গুরুতর;দূষিত জল খেয়ে বহু শিশু ও বয়স্ক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডায়রিয়া ও বমির উপসর্গ নিয়ে একাধিক শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। বাসিন্দাদের দাবি, সাত মাসের এক কন্যা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে চার দিন আইসিইউ-তে ভর্তি ছিল, সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছে। আরও বেশ কিছু শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল বলে অভিযোগ। এদিকে কিছু বাসিন্দাকে পানীয় জলের ট্যাংকের জল ব্যবহার করে জামাকাপড় কাচতে দেখা যাওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। তবে স্থায়ী সমাধান কবে হবে তা নিয়ে এখনো রয়েছে অনিশ্চয়তা।

## সম্পাদকীয়

# আগ্রহ অনিশ্চিত বিনিয়োগে, এই প্রবণতার শেষ কোথায়

প্রতিদিনই কমছে সুদের হার, ফলে কমছে আয়। আর তাই ব্যাঙ্কের চেরাচরিত ফিক্সড ডিপোজিট বা রেকারিং ডিপোজিটে বিনিয়োগ থেকে ক্রমশ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষ। উল্টে বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে ঝুঁকছে শেয়ার, বন্ড, স্টক, গোল্ড ইটিএফ, সিলভার বা মিউচুয়াল ফান্ডে। আর্থিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, লগ্নিকারীদের এই নতুন প্রবণতা মারাত্মক ভাবে বেড়েছে গত দু'দশকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্ট বলছে, চলতি আর্থিক বছর বা ২০২৫-'২৬-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিকে স্টক ও মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির পরিমাণ ৩১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যা ব্যাঙ্কে জমা থাকা স্থায়ী আমানতের চেয়ে অনেকটাই বেশি। তবে ওই খাতে লগ্নি বাড়লেও গত পাঁচ বছরে ব্যাঙ্কগুলি তাদের এফডিতে বিনিয়োগের অঙ্ক ধরে রেখেছে। যদিও মিউচুয়াল ফান্ডের অ্যাকাউন্টের সংখ্যা লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য বলছে, ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ভারতের মিউচুয়াল ফান্ডগুলিতে লগ্নি করেছেন ২৩ কোটি গ্রাহক। এঁদের ৯১ শতাংশই খুচরো লগ্নিকারী। অথচ মাত্র চার বছর আগে ২০২১ সালের মে মাসে দেশে মিউচুয়াল ফান্ডের মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ১০ কোটি। এর জেরে সংশ্লিষ্ট তহবিলগুলির অ্যাসেট বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণ। ২০২০ সালের শেষ দিকে ভারতের মিউচুয়াল ফান্ডগুলির হাতে থাকা সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২২.২৬ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৫ সালের এপ্রিলে পৌঁছে সেটাই বেড়ে ৬৯.৫০ লক্ষ কোটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খুচরো লগ্নিকারীদের একটা বড় অংশ এই হারে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ শুরু করায় বিপদ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। লাভ যতই হোক না কেন মিউচুয়াল ফান্ড অনেকটাই অনিশ্চিত বিনিয়োগ, এটা মানতেই হবে। কিন্তু তারপরও আম জনতা সেদিকেই ঝুঁকছে। তাঁরা কি জানে না, একদম ভুল, সবাই সব জানে। কিন্তু তারপরও সবাই মিউচুয়াল ফান্ডমুখী। এটা একটা প্রণতা, কারণ, ব্যাঙ্কগুলিতে সুদের হার। তবে নানা সরকারি নীতি ও বাধ্যবাধকতার কারণে সরকারি সংস্থাগুলি সুদ বাড়াতে পারে না। তাই অনিশ্চিত হলেও লাভের আশায় ভরসা এখন এসআইপি। দীর্ঘমেয়াদে এই প্রবণতার কী পরিণতি জানতে অপেক্ষা করতে হবে।

# সরি: নারী! যেকথা বলেনি তেমন কেউ

**বাবুল চট্টোপাধ্যায়**

অনেকদিন লিখিনি। না, সময় ছিল সাবজেক্ট ছিল না। ভুল বললাম। সাবজেক্ট ছিল, খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাও ভুল হলো। বুঝে পাচ্ছিলাম না। তথাকথিত রাজনীতি আমার বিষয় নয়। সুতরাং সাম্প্রতিক বিষয়- ই আমার ভরসা। সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যা সর্বত্র। তবে চলুন, আগ্রহের ঘরে না হয় আজ একটু পায়চারি করে আসি।

ঘটনা ১ বিয়ে করেছিল দেখাশুনা করে। বহু বছর আগে। পেপারে বিজ্ঞাপনে। বড় পরিবার। মানে, ডিসিপ্লিন আছে। বাড়িঘর নিয়ে তেমন মাথাব্যথা ছিল না। মেয়ে মোটামুটি হলেই হবে। মেয়ে সুন্দরী ওর চোখে। যদিও সবার চোখে নয়, তাও অনেকটা অমতে বিয়েটা হয়। মেয়ে ঘর করে, তবে.... তা সপ্তাহখানেক হবে! ব্যাস,এরপর ৪৯০ , ৪৯৮এ, সেকশন ৩ এ এর অনেক আইন আরোপ সহ নানা নির্যাতনের কেশ খায়। হ্যাঁ, সারা পরিবার ময়। আর বাকিটা হয় যেমন---বলছিল সুমন!

ঘটনা ২ ফিরে এসেছে নীলা। হ্যাঁ, অনেক দেখিয়ে লীলা। মেনে নিয়েছে ও। সব কেশ মিটমাট করে এবার কোর্টে ভালো থাকার অঙ্গীকারে নীলা ঘর সংসারে আগ্রহী। এই অবধি ঠিকঠাক। পরের ঘটনা আরো মারাত্মক। রোজ অত্যাচার করে মেয়েটা। মানুষিক ও শারীরিক। না,কোনো কারণ লাগে না। নীলা যা চাই, যেমন চাই করে তেমন --- এমনটাই বলছিল সুমন।

ঘটনা ৩ আমি বিবাহিত। আমার একটি সন্তান আছে। আমার সংসার জীবনে অনেক ইতিহাস আছে। সবটা বলা যায় না। তবে সংসার সম্পর্কে আমি প্রবল উৎসাহী। তাই অনেক কেস খেয়েও আমি পরিবার নিয়ে আছি। আমি নেশাখোর নই। কোনো নারী চক্র আমার নেই। কৃপণ নই, মিতব্যয়ী। আমি নিজের সবচেয়ে কাছের মানুষের পায়ের কাছে থাকতে পারি কিন্তু পায়ের তলায় নয়। এটাই আমার দোষ। বোধ হয় দাসত্ব টা চায় ওর মন ------এমনটা বলছিল সুমন।

ঘটনার ঘনঘটা আর বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। নিশ্চই এতক্ষণে এটা বোঝা গেলো যে সুমন আসলে ঘটনার সূত্রে গাঁথা সেই ব্যক্তি যে লক্ষ লক্ষ ঘরের ছেলে সুমন। হ্যাঁ, সু মন। তা মন সু নিয়ে কি হবে! কতক্ষন মন সু রাখা যায় বলুনতো? গোটা দেশে কি হচ্ছে জানি না। আমি আমার রাজ্য দিয়ে গোটা দেশকে দেখতে পাই। আমি ভালো নেই। ভুল বললাম পুরুষ ভালো নেই। কেউ তার কথা শোনে না। সবাই তাকে ব্যবহার করে। কারো কোনো মাথাব্যথা নেই পুরুষের সমস্যা নিয়ে। কিন্তু সমীক্ষা করে এটা জেনেছি যে পুরুষ পুড়ছে। রৌদ্রে নয়, মানুষিক যন্ত্রনায়। তার পরিশ্রম কেউ বোঝে না। তার ফিলিং কেউ বোঝে না। তার আবেগ কেউ বোঝে না। আরো কত কিছু ঠিক সেভাবে কেউ বুঝতে চায় না। কিছুটা মা বাবা বুঝলেও বাকিরা সেইভাবে বোঝে না। আপনি বলবেন সেটাই স্বাভাবিক। মানলাম সেকথা। তবে জীবন সঙ্গিনী কিছুটা বুঝলে কি খুব অনুচিত হতো? এখনো কত পুরুষ কান্না চেপে রাখে, এখনো কত পুরুষ প্রতিদিন আগুনের সাথে লড়ে। আবেগে লড়ে , ভালবাসায় লড়ে, দাম্পত্যে লড়ে, সম্পর্কে লড়ে আরো না জানি কত কিছুতেই লড়ে ও বিপদেও পড়ে। আর নারী! নারী সব পেয়েছির আসর পেয়েও আরো র নেশায় মেতে উঠে। আমি এমনও জানি একটা সন্তান জন্ম দিয়ে আবার পরকীয়ায় মেতে উঠেছে তারই ভাইয়ের সাথে। এমন উদাহরণ আপনারও নিশ্চয় জানা আছে যেখানে স্বামীকে মারার জন্যে বহু জ্যোতিষী ধরেও কোনো ফল না হওয়ায় শেষে একদিন সে নিজেই স্বামীকে মেরে পালিয়েছে। কোর্টে আপনি এমনও দেখতে পাবেন যে জজের কাছে অ্যালিমনি নিতে মরিয়া কতই। ছেলেকে আলাদা করে শ্বশুরবাড়ির লোককে প্রশ্রয়-আশ্রয় রাখতে হবে ---এটা এখন কমন ব্যাপার। তবে এটা কি কমন যে মেয়ের আগের প্রেমিককে বরের সাথেই রাখতে হবে। হ্যাঁ, এমনও হচ্ছে। বাচ্চার মাস্টারকে সুন্দর দেখতে। হ্যাঁ, তাই তাকে ভালো লাগতে হবে সেই নারির সে বধূ হয়েছে তো কি! গানটা জানলে তাবলাবাদক রেওয়াজ করতে লাগে। সুতরাং তবলা বাদক লাগবে। দুধওয়ালা লাগবে। পেপারওয়ালা লাগবে। সেটাও নাও ধরে নিলাম কমন। জাস্ট মানবিক সম্পর্ক বলে চলেও যায়। কোনো কারণ ছাড়াই ফেসবুক,হোয়াট অ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম হয়। ঠিক আছে। তাই বলে কি নগ্ন রিল বানানো সাজে? ফেমাসিটি না অন্যকিছু। মানে পয়সা নাকি ফেমাসিটি। নাকি দু'টোই। নাকি অন্য কিছু রহস্য? বাপের বাড়িতে বারো বছর পয়সা পাঠানো হয় এটা সেই পুরুষটা তো জানতো বারো দিনেই। কিন্তু এটা জানতো না যে বারো বছর ধরে নানা কৌশলে তাকে মারবার চেষ্টা করেছিল। তাই তার নিষ্পাপ মনে কখনোই মনে হয়নি খাবার কেনো তেতো, খারার কেনো নোনতা কিম্বা হঠাৎ কেনো ঝাল? মনে আসতেই পারে না লক্ষী বউকে দেখে। না, এটা শুধু সামান্য সমস্যা নয়, বরং বড় সমস্যা গোটা সমাজের। কিন্তু নাটক তো কম নয়। পুরুষ সাধু নয়। হয়তো বেশিই। তবে মুখ আর মুখোশ প্রায় একই। চেনা। ভরসার।

হাজারো সমস্যা আছে। বৈবাহিক যা সম্পর্ক — তার মধ্যে টানাপোড়েন। যার মধ্যে সিদ্ধান্ত বিভ্রমতা, কাম,ক্রোধ, লোভ, মায়া কি নেই সেখানে? বিয়ের পর অন্য রূপ হয় মেয়েদের। এটা কমন। কিন্তু এটা আরো ভয়ানক যে সন্তানের পর সেই নারী ভয়ানক। স্বামী জব্দ করায় শিশুই নাকি টার্ম কার্ড। মানে ব্ল্যাকমেল আর কি। সমস্ত অপ্রাপ্তি পূরণ করা সেই টার্ম কার্ডের মধ্যে দিয়ে। ভাবা যায়! যাকে আপনি সব থেকে কাছের ভেবেছিলেন,জানতে পারলেন সে আপনার চরম বিপদের সময় একা ফেলে রেখে চলে গেছে। চলে গেছেন বলছি না কারণ ওদের সম্মান দেওয়া যায় না বলে। হ্যাঁ, আপনাকে হয়তো হাসপাতালে ফেলে স্ত্রী পালিয়েছে। শুধু তাই নয় এমনও দেখা গেছে স্ত্রী স্বামীকে মৃত ভেবেছিল। অন্তরঙ্গ আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে সে হতবাক যে তার স্বামী জীবিত! বাচ্চাকে দিয়ে শিশু অবমাননায় পিতার জেল হেফাজত কম কিছু হয়না এই সমাজে। বুঝিনা পাপের ভয় কেনো হয় না কেনো এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে! ডিভোর্স, মামলা, অ্যালিমনি কম কিছু হয়না বৈবাহিক জীবনের সম্পর্ক ভাঙলে। কিন্তু কেনো হয়?

**হাজারো সমস্যা আছে। বৈবাহিক যা সম্পর্ক — তার মধ্যে টানাপোড়েন। যার মধ্যে সিদ্ধান্ত বিভ্রমতা, কাম,ক্রোধ, লোভ, মায়া কি নেই সেখানে? বিয়ের পর অন্য রূপ হয় মেয়েদের। এটা কমন। কিন্তু এটা আরো ভয়ানক যে সন্তানের পর সেই নারী ভয়ানক। স্বামী জব্দ করায় শিশুই নাকি টার্ম কার্ড। মানে ব্ল্যাকমেল আর কি। সমস্ত অপ্রাপ্তি পূরণ করা সেই টার্ম কার্ডের মধ্যে দিয়ে। ভাবা যায়! যাকে আপনি সব থেকে কাছের ভেবেছিলেন,জানতে পারলেন সে আপনার চরম বিপদের সময় একা ফেলে রেখে চলে গেছে। চলে গেছেন বলছি না কারণ ওদের সম্মান দেওয়া যায় না বলে। হ্যাঁ, আপনাকে হয়তো হাসপাতালে ফেলে স্ত্রী পালিয়েছে। শুধু তাই নয় এমনও দেখা গেছে স্ত্রী স্বামীকে মৃত ভেবেছিল। অন্তরঙ্গ আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে সে হতবাক যে তার স্বামী জীবিত! বাচ্চাকে দিয়ে শিশু অবমাননায় পিতার জেল হেফাজত কম কিছু হয়না এই সমাজে। বুঝিনা পাপের ভয় কেনো হয় না কেনো এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে! ডিভোর্স, মামলা, অ্যালিমনি কম কিছু হয়না বৈবাহিক জীবনের সম্পর্ক ভাঙলে। কিন্তু কেনো হয়?**

প্রশ্ন আসবে না এই অপরাধ থামবে কবে? কেন এত লোভ মেয়েদের? এখন তো দেখছি এক দু'টি সন্তান জন্ম দেওয়ার পরও এমনকি তাদের বড় হয়ে যাওয়ার পরও স্বামীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে। কিন্তু এরপর? এরপর ছয়, আটমাস পরে তাদের বাপের বাড়িতে কি দশা হয় তা কি কেউ লক্ষ করেন? কতটা কষ্টে মুখে গ্রাস উঠে তা যার হয় সেই জানে! তবে সেটা অন্যের বোঝা খুবই কঠিন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। ঘর বাহির সব শেষ হয়ে যায়। মানে দু'কুল ই যায়। তবে কি আছে উপায়? অনেক হলো। এবার পুরুষ বাঁচতে চায়। স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে চায়। আইন কি বলছে চলুন তবে সু-মন নিয়ে বরং সেই ঘরে পায়চারি করে আসি।

হ্যাঁ, ছেলেদের সেফটির জন্যে আইন আছে। কোনো মহিলা যদি আপনার সাথে চিটিং, ব্ল্যাকমেল, কিম্বা কোনো মিথ্যা কেস দিয়ে আপনাকে ফাঁসিয়ে দেয় তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি সেই মহিলার বিরুদ্ধে আন্ডার সেকশান ৩০৮/ বি এন এস (ভারতীয় ন্যায় সংগীতা) মানে extortion (চাঁদাবাজি) কিম্বা আন্ডার সেকশন ৩৫১/ বি এন এস criminal intimidation (অপরাধ মূলক ভয় প্রবণতা) এর উপর ভিত্তি করে সেই ব্যক্তির উপর মামলা করতে পারেন। আর আপনার অভিযোগ যদি সত্য বলে প্রমাণ হয় তবে extortion এর জন্যে ১০ বছরের অধিক কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হতে পারে। আর ত্ব্দinal intimidation এর ক্ষেত্রে ২ বছরের কারাদণ্ড সেইসাথে মানিটোরি ফাইন ও হতে পারে। এর আগেও আমরা দেখেছি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনো মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো ক্রিমিনাল মামলা হলে এবং তা পরে ভিত্তিহীন হিসাবে প্রমাণিত হলে অপরাধীর ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হওয়ার আইন আছে। সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আইন আছে উপযোগী ভাবে। তাকে কাজে লাগানোর দায়িত্ব আপনার। তাই ভয় পাবেন না। হারার আগে হারাবেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন। অপেক্ষা করুন। দিন আপনার আসবেই আসবে। কারণ সত্য বাঁচে,মিথ্যা মরে। হোক না তা আরেকটু পরের কথা।

# শৈশবের বদলে শ্রম: শিশুশ্রমের অদৃশ্য শিকল ভাঙার সময় কি এখনও আসেনি?

**রীপা পাল**

ভোরের আলো ফুটতেই শহরের অলিগলিতে, ইটভাটার চুল্লির ধোঁয়ায়, হোটেলের রান্নাঘরের আগুনে কিংবা নির্মীয়মাণ বহুতলের ধুলোর মধ্যে যে ছোট ছোট হাতগুলো ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তারা বইখাতা ধরার কথা ছিল। স্কুলের ঘণ্টা বাজার কথা ছিল যাদের জন্য, তারা আজ মজুরির ঘণ্টা গুনছে। শিশুশ্রম কেবল একটি সামাজিক সমস্যা নয়; এটি আমাদের সভ্যতার বিবেকের সামনে এক কঠিন প্রশ্নচিহ্ন। স্বাধীনতার এত দশক পরেও কেন একটি দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শ্রমের বোঝা বইতে বাধ্য হয়?

ভারতে শিশুশ্রম দীর্ঘদিনের বাস্তবতা। আইন, নীতি, প্রচার; সবই আছে; তবু বাস্তব ছবিতে পরিবর্তন সীমিত। গ্রাম থেকে শহর, কৃষিক্ষেত্র থেকে কারখানা, চা-দোকান থেকে আতশবাজি শিল্প; নানা ক্ষেত্রে শিশুরা কাজ করছে। কেউ পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার কারণে, কেউ আবার প্রতারণার শিকার হয়ে। শহরের ট্রাফিক সিগন্যালে ফুল বিক্রি করা শিশু, রেলস্টেশনে বোঝা বওয়া কিশোর কিংবা গৃহকর্মে নিযুক্ত অল্পবয়সি মেয়েটি; এরা সবাই একই গল্পের ভিন্ন অধ্যায়।

শিশুশ্রমের মূল কারণ দারিদ্র্য; এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বহু পরিবার প্রতিদিনের দু'বেলা খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খায়। সেখানে সন্তানের পড়াশোনা অনেক সময় বিলাসিতা বলে মনে হয়। পরিবারের আয় বাড়ানোর তাগিদে শিশুদের কাজ করতে পাঠানো হয়। তবে দারিদ্র্যই একমাত্র কারণ নয়। শিক্ষার অভাব, সামাজিক সচেতনতার ঘাটতি, জনসংখ্যার চাপ, অপ্রতুল সামাজিক নিরাপত্তা এবং সস্তা শ্রমের চাহিদা; সব মিলিয়ে একটি জটিল জাল তৈরি হয়েছে। অনেক শিল্পক্ষেত্রে শিশুদের কম মজুরিতে দীর্ঘ সময় কাজ করানো সহজ; ফলে নিয়োগকর্তাদের একাংশ সচেতনভাবেই এই অবৈধ পথ বেছে নেয়।

শিশুশ্রমের আরেকটি অন্ধকার দিক হলো অদৃশ্য শ্রম। বহু শিশু গৃহস্থালির কাজে নিযুক্ত, যাদের শ্রম পরিসংখ্যানে ধরা পড়ে না। বাড়ির কাজ, ছোট ভাইবোনের দেখাশোনা, ক্ষেতের কাজে সহায়তা; এসবও শ্রম, কিন্তু তা স্বীকৃতি পায় না। বিশেষ করে কন্যাশিশুরা এই অদৃশ্য শ্রমের ভার বহন করে। ফলে তাদের শিক্ষা প্রায়শই থেমে যায় প্রাথমিক স্তরেই।

আইন কি নেই? অবশ্যই আছে। সংবিধান শিশুদের সুরক্ষার কথা বলে। নির্দিষ্ট বয়সের নিচে বিপজ্জনক কাজে শিশু নিয়োগ নিষিদ্ধ। শিশুশ্রম (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধিত হয়েছে, শাস্তির বিধান কঠোর হয়েছে। তবু

বাস্তবে আইন প্রয়োগে বহু ফাঁকফোকর রয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে নজরদারি দুর্বল, আবার কোথাও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার আড়ালে অপরাধ লুকিয়ে থাকে। গ্রামীণ ও অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রমের নজরদারি আরও কঠিন।

শিশুশ্রমের প্রভাব শুধু অর্থনৈতিক নয়, গভীরভাবে মানসিক ও সামাজিক। দীর্ঘ সময় কঠোর পরিশ্রম শিশুর শারীরিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। অপুষ্টি, রোগব্যাধি, দুর্ঘটনা; এসব তাদের নিত্যসঙ্গী। একই সঙ্গে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তারা ভবিষ্যতে দক্ষ কর্মী হয়ে উঠতে পারে না। ফলে দারিদ্র্যের চক্র ভাঙা কঠিন হয়ে পড়ে। যে শিশু আজ শ্রমিক, সে বড় হয়ে আবার স্বল্পআয়ের কাজে নিয়োজিত থাকে, এবং তার সন্তানও একই পথে হাঁটে। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম দারিদ্র্যের বৃত্তে আবদ্ধ থাকে।

শিশুশ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শোষণ ও নির্যাতনের সম্ভাবনাও। অনেক শিশু অমানবিক পরিবেশে কাজ করে, যথাযথ মজুরি পায় না, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। বিশেষ করে গৃহকর্মে নিযুক্ত শিশুদের অবস্থান আরও অনিরাপদ, কারণ তাদের কর্মস্থল ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ। সমাজের চোখ সেখানে সহজে পৌঁছায় না।

তবে সম্পূর্ণ বাস্তবতা বুঝতে গেলে একটি প্রশ্নও বিবেচনা করতে হয়; সব ধরনের কাজ কি শিশুশ্রম? অনেক পরিবারে শিশুরা পড়াশোনার পাশাপাশি স্বল্প সময় পারিবারিক কাজে সাহায্য করে। এটি তাদের দায়িত্ববোধ শেখায় এবং জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় করায়। কিন্তু যখন সেই কাজ বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে, দীর্ঘ সময় ধরে চলে এবং শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেয়, তখনই তা শিশুশ্রমে পরিণত হয়। তাই মূল পার্থক্যটি হলো; কাজ কি শিশুর বিকাশে সহায়ক, নাকি তা তার শৈশব কেড়ে নিচ্ছে?

সমাধানের পথ তাই বহুমাত্রিক হতে হবে। প্রথমত, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পকে শক্তিশালী করতে হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ন্যায্য মজুরি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন পরিবারগুলিকে শিশুদের কাজে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা কমাবে। দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে হবে। মধ্যাহ্নভোজন, বৃত্তি, বিনামূল্যে বই ও ইউনিফর্ম; এসব প্রকল্প কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়ে। তৃতীয়ত, আইন প্রয়োগে কঠোরতা ও স্বচ্ছতা জরুরি। নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থার উন্নতি অপরিহার্য।

পুনর্বাসন শুধু উদ্ধারেই সীমাবদ্ধ নয়; উদ্ধারকৃত শিশুদের শিক্ষা, কাউন্সেলিং ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ দিতে হবে। সমাজকেও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। সস্তা পরিষেবা পাওয়ার লোভে যদি আমরা শিশু শ্রমিক নিয়োগ করি বা তা মেনে নিই, তবে আমরাও এই সমস্যার অংশ হয়ে যাই। নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে সন্দেহজনক পরিস্থিতি প্রশাসনকে জানানো এবং সচেতনতা বাড়ানো।

মিডিয়া ও সাহিত্যও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি সংবাদ প্রতিবেদন, একটি ছবি বা একটি গল্প অনেক সময় সমাজকে নাড়া দিতে পারে। শিশুশ্রমের বাস্তবতা যত বেশি প্রকাশ্যে আসবে, তত বেশি চাপ তৈরি হবে নীতিনির্ধারকদের ওপর। একই সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও শিশু অধিকার সম্পর্কে পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে আগামী প্রজন্ম আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি নৈতিকতার। আমরা কেমন সমাজ গড়তে চাই? এমন সমাজ, যেখানে শিশুরা শ্রমের বোঝা বইবে, নাকি এমন সমাজ, যেখানে তারা স্বপ্ন দেখবে? শিশুশ্রম নির্মূল করা কেবল আইনি লড়াই নয়; এটি মানসিকতার পরিবর্তনের সংগ্রাম। প্রতিটি শিশুর অধিকার আছে শিক্ষা, খেলাধুলা ও নিরাপদ শৈশবের। সেই অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।

শিশুর হাতে যদি কলমের বদলে হাতুড়ি ধরা থাকে, তবে তা কেবল একটি পরিবারের ব্যর্থতা নয়, একটি জাতির ব্যর্থতা। উন্নয়নের অগ্রগতি তখনই সত্যিকার অর্থে অর্থবহ হবে, যখন দেশের প্রতিটি শিশু বিদ্যালয়ের পথে হাঁটবে, শ্রমের পথে নয়। শৈশবের অদৃশ্য শিকল ভাঙার সময় কি এখনও আসেনি? উত্তর আমাদের হাতেই।

## শব্দছক ৮৫

রবি দাস

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ■ | ২ | | ৩ | | ■ | ৪ |
| ৫ | ৬ | | ■ | | ■ | ৭ | |
| ৮ | | ■ | ৯ | | ১০ | | |
| | ■ | ১১ | | ■ | ১২ | | ■ |
| ■ | ১৩ | | ■ | ১৪ | | ■ | ১৫ |
| ১৬ | | | ১৭ | | ■ | ১৮ | |
| ১৯ | | ■ | | ■ | ২০ | | |
| | ■ | ২১ | | | | ■ | |

**পাশাপাশি:** ২. বেতনসহ ৫. ধূসররঙের ছেট রসালো ফল ৭. সূর্যের প্রথম উদয়কাল ৮. বিষ্ঠা ৯. নিন্দনীয় জন-আইন ১১. বৃশ্চিক ১২. ব্যক্তি ১৩. আলো ১৪. যার থেকে ভাত হয় ১৬. সখী কল্পনায় গোলাপ ১৮. অবশিষ্ট ১৯. কলুষ ২০. ব্যাথায় বিমর্ষ ২১. পরিণতি

**ওপর-নিচ:** ১. সুন্দর গন্ধযুক্ত চাল ২. সর্বদা ৩. বাদ্যযন্ত্র ৪. বাঁশী ৬. শ্রীফল ৭. চুল্লী ৯. ধূতির কোঁচানো অংশ ১০. কজ্জল ১১. ভুলবকা ১৩. একে অপরে পরিচিত হওয়া ২৪. কাঁচা ঘরের কাঁচা আচ্ছাদন ১৫. বিভিন্ন দিকে বিক্ষেপ বা বিস্তার ১৬. শ্রীকৃষ্ণ ১৭. মেঘে পরিপূর্ণ ১৮. কথা ২০. দন্ড

**সমাধান ৮৪ — পাশাপাশি:** ১. আরতি ৩. কতিপয় ৪. মিনার ৫. তামরস ৭. রাজা ১০. মা ১২. নজরানা ১৪. রন্ধন ১৫. অবিশ্বাস ১৬. বরদা

**ওপর-নিচ :** ১. আড্ডামারা ২. তিমির ৩. করতালি ৬. রক্তিম ৮. জাহাজ ৯. বেনারস ১১. শাহাজাদা ১৩. দানব

## আজকের দিন

■ **১৯০০** — বিখ্যাত জার্মান পেশাদার ফুটবল ক্লাব, বায়ার্ন মিউনিখ, প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **১৯৯১** — মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচডব্লিউ বুশ পারস্য যুদ্ধে বিজয় এবং কুয়েতের মুক্তি ঘোষণা ঘোষণা করেন।

■ **২০১০** — চিলিতে ভূমিকম্প এবং সুনামিতে ৫০০ জনেরও বেশি মৃত।

## জন্মদিন

**১৯৪৩** বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বি এস ইয়েদুরিয়াপ্পার জন্মদিন।

**১৯৫২** বিশ্বের চলচ্চিত্র নির্দেশক প্রকাশ ঝার জন্মদিন।

**১৯৮৬** বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় সন্দীপ সিংয়ের জন্মদিন।

বিএস ইয়েদুরিয়াপ্পা

## চর্চাবাসর ৪৮

ভালো (ভালো) মানে 'ভালো'। বাসা (বাসা) এই প্রসঙ্গে, এটি 'ঘর' এর বিশেষ্যের পরিবর্তে 'অনুভূতি' বা 'বসতি স্থাপন/স্থাপন' (সংস্কৃত vaś থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত) একটি মূল থেকে এসেছে। আক্ষরিক অর্থে, 'ভালোবাসা' এর অর্থ 'ভালো লাগা' বা আরও কাব্যিকভাবে, কারো হৃদয়ে ক্ষ্মভালো বাসা বাঁধাক্ষ্ম।

— কলমবীর

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# রানিগঞ্জে ডাস্টবিন থেকে বিপুল ভোটার কার্ড উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ:** বুধবার গভীর রাতে শহর যখন নিস্তব্ধ ঠিক সেই সময় কিছু ব্যক্তির নজরে আসে রাস্তার পাশে ডাস্টবিনে একাধিক সাদাকালো এবং ডিজিটাল ভোটার কার্ড।

জানা যায়, এই ভোটার কার্ডগুলি উদ্ধার হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ বিধানসভার রানিগঞ্জের চিন কোটি ও চুড়ি পট্টি এলাকার মাঝামাঝি রাস্তার পাশের এক ডাস্টবিন থেকে।

সূত্রের খবর, এর উদ্ধার হওয়া ভোটার কার্ডের সংখ্যা আনুমানিক ৪০ থেকে ৪২-এর কাছাকাছি। যার মধ্যে কিছু সাম্প্রতিককালের ডিজিটাল ভোটার কার্ড এবং কিছু সাদাকালো ভোটার কার্ডও লক্ষ করা যায়। আর এই ঘটনা শহরবাসীর প্রশ্ন আশার পর ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় খনি শহর রানিগঞ্জ-সহ পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে। একদিকে যখন নির্বাচনের দিনক্ষণের ঘোষণার অপেক্ষা। অন্যদিকে ২৮ শে ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের অপেক্ষে, তারই মাঝে রানিগঞ্জে এমন ঘটনায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলের মধ্যেও গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে রানিগঞ্জ বোরো ২-এর চেয়ারপার্সন মোজাম্মেল সাহাজাদা আনসারি জানান, এই ঘটনা খুবই চঞ্চল্যের এবং উদ্বেগের। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি প্রথমে প্রত্যক্ষ করেন এবং রানিগঞ্জ থানা পুলিশকে জানাই পরে রানিগঞ্জ থানা ঘটনাস্থলে এসে কার্ড গুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু বর্তমানে এসআইআর-এর সময় মানুষের গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে ভোটার কার্ডটি প্রয়োজন, তা আবার পাওয়া গেল ডাস্টবিনে! ঘটনা পুরোটাই এখন প্রশাসনের তদন্তের বিষয়, পুরো তদন্তের পর ঘটনার আসল সত্যতা উঠে আসবে। অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারাও এদিন দাবি করেন,'যে প্রতিটি ভোটার কার্ড অরিজিনাল, যেখানে ইলেকশন কমিশনের স্টিকারও লাগানো। আমরা চাই প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখুক। এমন ঘটনায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি একাধিক প্রশ্ন হচ্ছে যেমন, কোথা থেকে এলো এত ভোটার কার্ড? কে বা কারা নিয়ে এলো ডাস্টবিনের কাছে? এর উদ্দেশ্যই বা কি রয়েছে? বর্তমানে পুরো ঘটনা তদন্ত রানিগঞ্জের পুলিশ প্রশাসন।

# কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেডিক্যাল কলেজের হস্টেল থেকে চিকিৎসক পড়ুয়ার পচাগলা দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** কল্যাণী জহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের হস্টেল থেকে ফাইনাল বর্ষের এক ডাক্তারি পড়ুয়ার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য। মৃত ডাক্তারি ছাত্রের নাম পুলক হালদার। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ধামুয়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত ২০ ফেব্রুয়ারি বন্ধুদের সঙ্গে হোস্টেলের ক্যান্টিনে থেকে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তারপর থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। বন্ধুবান্ধব থেকে শুরু করে কেউ তাঁকে আর দেখতে পায়নি বলে দাবি। এদিন সকালে হঠাৎই ছাত্রের ঘর থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। এরপরই হস্টেলের অন্যান্য ছাত্ররা কলেজের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে খবর দেয়। খবর দেওয়া হয় কল্যাণী থানায়। কল্যাণী থানার পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তার মৃতদেহটি উদ্ধার করে। হোস্টেলের অন্যান্য ছাত্ররা জানান, আগামী মাসে তাঁর পরীক্ষা ছিল। তবে মৃত্যুর কারণ এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে কল্যাণী থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে রয়েছে অন্যান্য পড়ুয়া থেকে শুরু করে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে কল্যাণী কলেজ অফ মেডিসিন জেএনএম হাসপাতালের প্রিন্সিপাল মনিদীপ পাল বলেন, 'আমরা অন্যান্য ছাত্রদের কাছ থেকে জানতে পারি ওই ঘর থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। তখন পুলিশকে খবর দিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে দরজা ভেঙে ঘরের ভেতর ঢুকে মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে সেটি উদ্ধার করা হয়।' অন্যদিকে হোস্টেলে পড়ুয়ার মৃত্যুর বিষয়ে রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৌর্য জানান, 'আমরা দুপুরে খবর পাওয়ার পর মৃত দেহটি উদ্ধার করি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে দু-তিন দিন আগে মৃত্যু হয়েছে ছেলেটির। মৃত্যুর কারণ জানতে ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। এছাড়াও সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তে যা যা প্রয়োজন সব পুলিশের তরফ থেকে করা হচ্ছে।'

# পথদুর্ঘটনায় চালকের মৃত্যুর নমুনা সংগ্রহ ফরেন্সিক দলের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** ২ ফেব্রুয়ারি কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছে এক ছোট গাড়ির চালককে পিষে দেয় লরি। পরের দিন অর্থাৎ এই বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগ জানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নামে কাঁকসা থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে লরিটিকে আটক করে। শুরু হয় তদন্ত। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২ ফেব্রুয়ারি ভোর বেলায় কাঁকসার রাজবাঁধে একটি ছোট চারচাকা গাড়িতে দু'জন যাত্রী দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ার সময় একটি লরির সঙ্গে তাদের হালকা ধাক্কাধাক্কি লাগে। ছোট গাড়িটি দ্রুত গতিতে টোল প্লাজার কাছে লরিটিকে ধরার জন্য গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় চালক দাঁড়িয়ে থাকে। বারবার দাঁড়াতে বললেও লরিটি না দাঁড়িয়ে চালককে পিষে দিয়ে চলে যায়। পরে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। সেই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়। যার কারণে বৃহস্পতিবার দুপুরে কাঁকসা থানায় পৌঁছায় ফরেন্সিকের ৪ সদস্যের একটি দল। কাঁকসা থানায় আটক করে রাখা লরি পরীক্ষা করে কাঁকসা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে তারা।

# বিদ্যালয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** দৃষ্টিদীপ আই ইনস্টিটিউট এবং আদিত্য বিড়লা হেলথ ইনশিওরেন্সের যৌথ উদ্যোগে আজ কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের চক্ষু পরীক্ষা শিবির আয়োজিত হল। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৬৭ জনের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, জানালেন চক্ষুবিশেষজ্ঞ অর্পিতা চঁদ। এই সমস্যা প্রধানত মায়োপিয়া। ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করলে বিনামূল্যে চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ পাওয়া যাবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হবে জানালেন সংস্থার কর্মকর্তারা। ষষ্ঠ শ্রেণির অনুভব ঘোষ জানাল, 'তার চশমা আছে। কিন্তু সম্প্রতি দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল। তাই যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল। আমি আশাবাদী আবার ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারব।' বিদ্যালয়ের জ্ঞানী সংস্কৃত পণ্ডিত শিক্ষক জানান, 'ভিটামিন এ-র অভাব একটা সমস্যা ঠিকই। কিন্তু তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচক খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনশৈলী। স্মার্ট লাইফে নানা কারণে আমাদের চোখ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। চোখের যত্ন আমাদের সর্বাগ্রে নেওয়া উচিত, বিশেষ করে ছোটদের। কারণ তাদের সামনে গোটা জীবন।' প্রধান শিক্ষক ডা. সুভাষচন্দ্র দত্ত বলেন, 'নতুন শিক্ষা নীতিকে ভালোভাবে বুঝতে হলে ও শিখতে হলে চোখের স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করা দরকার।' অতিরিক্ত মোবাইল বা কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য।'


**SBI | এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)**
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবনতারা বিল্ডিং, ডি এইচ রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

**A/C No.41954967206, 43047290286 এবং 41955046228**

যেহেতু

**স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১১.১২.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী মানস পাল, প্রেমিসেস নং ৩০৩/৩, রাজা রামমোহন রায় রোড, থানা - হরিদেবপুর, পো - বরিশা, কেরোসিন অয়েল শপ লেন, মদন মোহন তলা, কলকাতা - ৭০০০০৮** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৪,৭৪,৯৫০ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার নশো পঞ্চাশ টাকা) ৩০.১১.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **৪৪,৭৪,৯৫০ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার নশো পঞ্চাশ টাকা)** ৩০.১১.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

**ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মিত জমির পরিমাপ **০১ কাঠা ০২ বর্গফুট** কমবেশি অবস্থিত মৌজা- মুরাদপুর, জেএল নং ১৩, আরএস দাগ নং ৬৭২, আরএস খতিয়ান নং ১১৬, প্রেমিসেস নং ৪১বি/৩, রাজা রাম মোহন রায় রোড, কলকাতা- ৭০০০০৮, ডাক ঠিকানা : ৩০৩/৩, রাজা রাম মোহন রায় রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২, থানা : হরিদেবপুর, পো -পূর্ব বড়িশা, কলকাতা- ৭০০০০৮।

**সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** নন্দিনী মুখার্জির সম্পত্তি। **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** সুনীল কুমার গাঙ্গুলির সম্পত্তি।

নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৭-২০২০, পৃষ্ঠা ৬০১৭৫ থেকে ৬০২০৩, দলিল নং ১৬০৭০১৬৪১-২০২০ সালের অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার , বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর অফিস বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ : ২৬.০২.২০২৬ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বেহালা | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া



**পঞ্জাব নৈশনল বৈংক | punjab national bank**

সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার
পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১ www.pnbindia.in

**বিও গ্রামসালিকা (০৬১৬২০) শাখার স্থানান্তর নোটিশ**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নে সারণিতে উল্লিখিত আমাদের অফিসগুলি থেকে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সম্ভাব্য **০১.০৪.২০২৬ তারিখ** থেকে পরিচালিত হওয়ার জন্য সকল সহযোগীশাখাগলিকে জানানো হচ্ছে।

| শাখা স্থানান্তরিত হবে | ব্যাংকিং কাজকর্ম সম্পন্ন হবে হইতে/ ব্যবসা স্থানান্তরিত হবে (স্থানান্তরিত শাখা) | স্থানান্তরিত শাখার ঠিকানা | স্থানান্তরিত শাখার যোগাযোগ নং | স্থানান্তরের আনুমানিক তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| বিও : গ্রামসালিকা (০৬১৬২০) | বিও : গ্রামসালিকা (০৬১৬২০) | গ্রাম এবং পো : গ্রামসালিকা, থানা - বারওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১৩২ (শ্রীমতি কল্পনা ঘোষের ভবন) | ৯৯৩২৫৩৫৫৫৯/ ৭৯০৮৪৫৫৭৩৫ | ০১.০৪.২০২৬ |

এই বিষয়ে সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত

তারিখ ২৬.০২.২০২৬ | সার্কেল হেড
স্থান মুর্শিদাবাদ



**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া | BOI Bank of India — Relationship beyond banking**
**শিয়ালদা শাখা**
১৩৮ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০০৯

**SLD/ADV/2025-26/11** | রেজিস্টার্ড পোস্ট এ/ডি | ১০.১০.২০২৫

প্রতি
**শ্রী লাল্টু রায়**
ফ্ল্যাট নং-জি৪, ঊষা অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং-১৪৪, ৩, দেশবন্ধু নগর,
কুমুদ আবাসন, পানিহাটি, থানা-খড়দহ, কলকাতা-৭০০১১৫

**আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি সুদের প্রয়োগ আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ**

১. আপনার অনুরোধে, ব্যাংক কলকাতা জেলার শিয়ালদহে অবস্থিত তার শাখা অফিসের মাধ্যমে আপনাকে মোট **১২,৩১,১১৬ টাকা** ঋণ সুবিধা প্রদান করেছে। আমরা এখানে নোটিশের তারিখে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন ঋণ সুবিধা এবং এর অধীনে বকেয়া বকেয়া পরিমাণের বিবরণ দিচ্ছি-

| সুবিধার ধরন | মঞ্জুরিকৃত সীমা | বকেয়া (০৯.১০.২০২৫ অনুযায়ী) |
|---|---|---|
| হোমলোন ৪০২৭৭৫১১০০০০১৩৩ | ১২,৩১,১১৬ টাকা | ১২,৫২,৩২৬.৮০ টাকা |

২. উক্ত ঋণসুবিধা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন (ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সম্পদের বিবরণ) অধীনে :-
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি৪ (উত্তর-পূর্ব দিকে) অবস্থিত একতলায় জি-৪ তলা ভবনে পরিচিত উষা অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা- সুকচর, আরএস দাগ নং ৩৭৯১/৫৪৩৪(অংশ), খতিয়ান নং ৩৩৯ এবং ইপি নং ১০, জেএল নং ৯, তৌজি নং -১৫৬, পানিহাটি পুরসভা, পুরসভা হোল্ডিং নং ১৪৪, ৩, দেশ বন্ধু নগর, থানা : খড়দহ, কলকাতা- ৭০০১১৫, পশ্চিমবঙ্গ **সম্পত্তি শ্রী লাল্টু রায় এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী কুমুদ নন্দী এর ভবন। **দক্ষিণে : ১৬** ফুট কলোনি রোড। **পূর্বে :** ১৮ ফুট দেশ বন্ধু নগর রোড। **পশ্চিমে :** শ্রীমতি শান্তিলতা দে এব ভবন।

৩. যেহেতু আপনি উক্ত ঋণ সুবিধার অধীনে ব্যাংকের কাছে আপনার পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আমরা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের জারি করা নির্দেশিকা/নির্দেশিকা অনুসারে **২৮-০৯-২০২৫** থেকে আপনার অ্যাকাউন্টকে **নন পারফর্মিং অ্যাসেট** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি।

৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ দিয়েছি এবং আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি ব্যাংককে **১২,৫২,৩২৬.৮০ টাকা (বারো লক্ষ বাহান্ন হাজার তিনশত ছাব্বিশ টাকা এবং আশি পয়সা) (০৯.১০.২০২৫ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক পাওনা)** প্রদান করে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করুন, যার উপর RBLR-এর উপরে ০.১০ শতাংশ হারে আরও সুদ রয়েছে, বর্তমানে ১০.১০.২০২৪ থেকে ৮.৪৫ শতাংশ বার্ষিক মাসিক সুদ এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ, এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দ্বারা পরিশোধ না করা পর্যন্ত, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে, আমরা খরচ এবং পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঝুঁকি নেব। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করব।

৫. আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের কাছে সমস্ত পাওনা, প্রযোজ্য সুদ, পরিশোধ এবং সুরক্ষিত সম্পদ খালাস পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ করে আপনার উপরোক্ত দায়বদ্ধতা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি, তবে দয়া করে মনে রাখবেন যে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাসের অধিকার কেবলমাত্র পাবলিক নিলামের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত অথবা লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পাবলিক বা প্রাইভেট চুক্তি থেকে কোটেশন বা টেন্ডার আহ্বানের তারিখ পর্যন্ত আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ, প্রথমত, আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এবং দ্বিতীয়ত, এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ সহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে এবং ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা (ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসেবে ব্যাংকের কাছে আপনার অন্য যেকোনো পাওনা সহ) সম্পূর্ণরূপে আদায় হওয়ার পরে অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, আপনাকে প্রদান করা হবে।

৭. যদি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে উল্লিখিত পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় না করা হয়, তাহলে আমরা আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে আইনগত/পুনরুদ্ধার মামলা দায়ের করার অধিকার সংরক্ষণ করি, যার মধ্যে রয়েছে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল/আদালত সমীপে আপনার কাছ থেকে বকেয়া পরিমাণ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য আইনি/পুনরুদ্ধার মামলা দায়ের করা।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুসারে, এই নোটিশ পাওয়ার পর, বিক্রয়, লিজ, লাইসেন্স, উপহার, বন্ধক বা অন্য কোনও মাধ্যমে, আপনি উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর বা তার উপর কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করতে পারবেন না।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

১০. উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে অন্য কোনও ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ প্রতিকারের প্রতি কোনও ক্ষতি না করে।

আপনাদের বিশ্বস্ত
স্থান কলকাতা | স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
তারিখ ১০.১০.২০২৫ | ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া



**SBI | হোম লোন সেন্টার বেহালা**
জীবনতারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(রুল ৮(১)

**A/C No.39751102942, 39751613141 এবং 41516481058**

যেহেতু

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৮.১২.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ শ্রী গৌর হরি মাইতি এবং শ্রীমতী স্নিগ্ধা মাইতি** প্রেমিসেস নং "স্বপ্ন পূরণ", আমতলা ফেজ ১, বিল্ডিং ব্লক ৮, ইউনিট নং জিডি, ১ম তল, থানা - বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫০৩ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৯,২৪,৫১৮ টাকা (উনিশ লাখ চব্বিশ হাজার পাঁচশ আঠার টাকা) ০১.১২.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া **১৯,২৪,৫১৮ টাকা (উনিশ লাখ চব্বিশ হাজার পাঁচশ আঠার টাকা)** ০১.১২.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

**ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : **শ্রী গৌর হরি মাইতি এবং শ্রীমতি স্নিগ্ধা মাইতি।**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট নং জিডি, একতলায় ভবনের ব্লক ৮ কার্পেট এরিয়া /চার্জেবল এরিয়া ৪৬৯ বর্গফুট, বিল্ট আপ এরিয়া ৫৪১ বর্গফুট চিহ্নিত ফ্লোর প্ল্যানে সংযুক্ত এবং চিহ্নিত পরিশিষ্ট -সি এবং প্রো রাটা শেয়ার (সকলের ব্যবহারের স্থানে) (ব্যবহারকারীদের অধিকার অ্যাসোসিয়েশনকে জানিয়ে) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৭৭ বর্গফুট একতলায় ভবনের ব্লক ৮, ফেজ নং ১, হাউসিং কমপ্লেক্স নাম স্বপ্ন পূরণ, আমতলা, তপশিল-এ নির্মীয়মাণ জমি তদস্থিত ১(এক) গ্যারাজ/ঢাকা (অ-মুক্ত/মুক্ত) /নেই ২ চক্রযান /নেই খোলা কার পার্কিং পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট স্পেস (অমুক্ত/মুক্ত) অবস্থিত /জমিতে ভবনের ব্লক এবং প্রো রাটা শেয়ার সকলের ব্যবহারের স্থানে প্ল্যানে সংযুক্ত মতে এবং লাল কালিতে চিহ্নিত মতে।
রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ধারা ৬০ এবং ৬৯ অধীনে, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬১৩-২০২১,পৃষ্ঠা ১৮৬০৪১ থেকে ১৮৬১০৫, **দলিল নং ১৬১৩০৭১৩২ -২০২১ সালের।** অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

তারিখ : ২৬.০২.২০২৬ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া



**"ফর্ম নং ইউআরসি-২"**
**অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন**
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে '**বৈভব সিকিউরিটিজ**' এক ব্যবসায়িক সংস্থা শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তির জন্য পনেরো দিন পর কিন্তু ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নোক্ত মতে
ক) আধিগ্রহন, গ্রাহকীকরণ, বিনিয়োগ, অধিগ্রহণ, মালিকানাধীন, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, দায়বদ্ধ ব্যবসায় নিযুক্ত বা অন্যভাবে শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক, বন্ড, ইউনিট, সিকিউরিটিজ, ডেরিভেটিভ, এবং অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থা লেনদেন ইস্যু বা নিশ্চিতকরণ কোম্পানি, কর্পোরেশন, সরকার, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভারতের মধ্যে এবং ভারতের বাইরে।
খ) বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় লেনদেন ডেরিভেটিভ ব্যবস্থা যা ভবিষ্যতে, বিকল্প, সোয়াপ, ফরোয়ার্ড, পার্থক্য চুক্তি, এবং অন্যান্য গঠনতান্ত্রিক আর্থিক পণ্য, লেনদেন কৃত স্বীকৃত বিনিময়ে বা কাউন্টার মার্কেট, প্রযোজ্য আইন এবং বিধি অধীন সাপেক্ষে।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন ৪৩/১/১ ড. সুরেশ সরকার রোড, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, ৭ম তল, ফ্ল্যাট - ৬ডি, বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০০১৪, পশ্চিমবঙ্গ অফিস ঠিকানায় কাজের দিন সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোন্য ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিরোধিতা করতে চাইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে লিখিত আকারে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড - ১২২০৫০ এর নিকট এবং একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাত হবে।

**বৈভব সিকিউরিটিজ** এর পক্ষে
তারিখ : ২৭.০২.২০২৬ | স্বা/-
স্থান : কলকাতা | **সামিয়া নাজ শাকিল**



**SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা**
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

**ই-নিলাম নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শম্ভু কুমার সিং, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৮১৩০৩৩৩২৪৮

পরিশিষ্ট ৪এ
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ]

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **দখলীকৃত** ১৬.০৩.২০২৬ তারিখে (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ) 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩৬,৬৫,৭২,০২৮.২৫ টাকা ( ছত্রিশ কোটি পঁয়ষট্টি লাখ বাহাত্তর হাজার আঠাশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা ০৪.০৩.২০১৪** অনুযায়ী এবং ০৫.০৩.২০১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে মেসার্স অম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস "**১৩/২এ** প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, থানা ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৬" এবং জামিনদাতাগণ **(ক) মেসার্স শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কর্পোরেট জামিনদাতা)** "৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭" **(খ) শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল, পিতা শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল (জামিনদাতা)** "৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭"**(গ) শ্রী বনওয়ারিলাল আগরওয়াল, পিতা মতিলাল আগরওয়াল (জামিনদাতা)** "৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭" কাছ থেকে।
**সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০৭.০৩.২০২৬ এবং ০৮.০৩.২০২৬, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।**

| জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) বায়না জমা (ইএমডি) |
|---|---|
| **সম্পত্তি ১ :** ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন পরিমাপ ৬৬ শতক এবং তদস্থিত ভবন এবং শেড , জালান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, গেট নং ১, লেন নং ২, মৌজা- বিপ্রান্নপাড়া, ডোমজুড়, হাওড়া , জেএল নং ২৭, দলিল নং ৫৪০৪/২০১১(আরএস দাগ নং ৪৪১১ এবং ৪৪১২, এলএস দাগ নং ৪৪১৬ এবং ৪৪১৭, এরিয়া ১৬ ডেসিমেল ) এবং ৫৪০৫/২০১১(আরএস দাগ নং ৪৪০৮ এবং ৪৪০৯, এলএস দাগ নং ৪৪১৩ এবং ৪৪১৪, এরিয়া ২৯ ডেসিমেল) এবং ৫৪০৬/২০১১ (আরএস দাগ নং ৪৩৫২ এবং ৪৩৫৩, এলএস দাগ নং ৪৩৫৭ এবং ৪৩৫৮ এরিয়া ২১ ডেসিমেল) সম্পত্তি **গোপাল আগরওয়াল** - ব্যক্তিগত জামিনদাতা এর নামে। **(কার্যকরী দখলীকৃত)** | **সম্পত্তি ১**<br>ক) ১,০২,০০,০০০.০০ টাকা<br>খ) ১০,২০,০০০.০০ টাকা |
| **সম্পত্তি ২ :** জমি অবস্থিত মৌজা -দেবীপুর, জেএল নং ১, পরিমাপ এরিয়া ৩.৩১ একর - প্লট নং ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, থেকে, থানা কুলটি, আরএস খতিয়ান নং ১০০, এলআর খতিয়ান নং ৯২, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, -৭১৩৩৫৭, সম্পত্তি **গোপাল আগরওয়াল** ব্যক্তিগত জামিনদাতা এর নামে (দলিল নং ৩১৫/২০১০) **(স্বত্ব দখলীকৃত)।** | **সম্পত্তি ২**<br>ক) ৬১,০০,০০০.০০ টাকা<br>খ) ৬,১০,০০০.০০ টাকা<br>ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা |

ক) বিক্রয়ের দায়বদ্ধতা এবং বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://bank.sbi/ web/sbi-in-the-news/auction-notices/bank-eauctions, www.sbi.co.in, baanknet.com, এবং https://tenders.gov.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটিদেখুন।
খ) আগ্রহী দরদাতা/'দের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন অথবা ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ ঃ ২৩.০২.২০২৬ | সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে | অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ কলকাতা | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া



**"ফর্ম নং ইউআরসি-২"**
**অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন**
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে '**বালাজি হোল্ডিংস**' এক ব্যবসায়িক সংস্থা শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তির জন্য পনেরো দিন পর কিন্তু ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নোক্ত মতে
ক) আধিগ্রহন, গ্রাহকীকরণ, বিনিয়োগ, অধিগ্রহণ, মালিকানাধীন, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, দায়বদ্ধ ব্যবসায় নিযুক্ত বা অন্যভাবে শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক, বন্ড, ইউনিট, সিকিউরিটিজ, ডেরিভেটিভ, এবং অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থা লেনদেন ইস্যু বা নিশ্চিতকরণ কোম্পানি, কর্পোরেশন, সরকার, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভারতের মধ্যে এবং ভারতের বাইরে।
খ) বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় লেনদেন ডেরিভেটিভ ব্যবস্থা যা ভবিষ্যতে, বিকল্প, সোয়াপ, ফরোয়ার্ড, পার্থক্য চুক্তি, এবং অন্যান্য গঠনতান্ত্রিক আর্থিক পণ্য, লেনদেন কৃত স্বীকৃত বিনিময়ে বা কাউন্টার মার্কেট, প্রযোজ্য আইন এবং বিধি অধীন সাপেক্ষে।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন মেট্রো হাইটস, ৫মতল, ক্লাব টাউন অ্যাপার্টমেন্ট এর বিপরীতে, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ অফিস ঠিকানায় কাজের দিন সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোন্য ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিরোধিতা করতে চাইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ ) দিনের মধ্যে লিখিত আকারে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ) প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড - ১২২০৫০ এর নিকট এবং একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাত হবে।

তারিখ : ২৭.০২.২০২৬ | **বালাজি হোল্ডিংস এর পক্ষে**
স্থান : কলকাতা | স্বা/-
**মনীশ কুমার আগরওয়াল**



**Bank of Baroda | ব্যাঙ্ক অফ বরোদা কাকদ্বীপ শাখা**
"ললিত ভিলা" গ্রাম এবং পোস্ট - কাকদ্বীপ থানা - কাকদ্বীপ
জেলা - ২৪ পরগনা (দ), পিন - ৭৪৩৩৪৭
ইমেল আইডি : kakdwi@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)
**দখল নোটিশ**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে ব্যাংক অফ বরোদা, কাকদ্বীপ শাখার অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নে উল্লিখিত তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছেন এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের (যারা) অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের (যারা) এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী, ২০০২ এর বিধি ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত তারিখ অনুসারে। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, সম্পত্তি এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ব্যাংক অফ বরোদা, কাকদ্বীপ শাখার উপর উক্ত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের চার্জ প্রযোজ্য হবে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তারা সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করতে পারে।

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত | ১) দাবি নোটিশের তারিখ<br>২) দখল নোটিশের তারিখ<br>৩) বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১ | **ঋণগ্রহীতা : শ্রী আতিয়ার রহমান পিয়াদা**<br>রাধাবল্লভপুর, কুলতলি, জয়নগর-২, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৪৯ | সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাপ আনুমানিক **৪.৯৫ ডেসিমেল -৬৫ ডেসিমেল**/শতক থেকে তদস্থিত নির্মাণ ১২০০ বর্গফুট সিমেন্টের মেঝে মৌজা- রাধাবল্লভপুর,জেএল নং ১৪৪, তৌজি নং ২৩৩২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৩৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৬১৩০, থানা : কুলতলি, চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ইউসুফ খান এর সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** জাকারিয়া খান এর সম্পত্তি। **পূর্বে :** জাকারিয়া খান এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** গ্রাম পঞ্চায়েত রোড ১২ ফুট। | ১) ১১.১২.২০২৫<br>২) ২৫.০২.২০২৬<br>৩) ৩৭,৮০,১৩৭.০০ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ আশি হাজার একশ সাঁয়ত্রিশ টাকা) ০৯.০৯.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ এবং খরচ সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে |
| ২ | **ঋণগ্রহীতা : শ্রী বিজয় পাত্র,**<br>পিতা প্রদীপ কুমার পাত্র খাস রামকরচর, নামখানা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৭৩ | সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **৪ ডেসিমেল** বাস্তু জমি তদস্থিত নির্মাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১৮৫০ বর্গফুট** কার্পেট এরিয়া **১৭৬৯ বর্গফুট** অবস্থিত মৌজা - খাসরাম করচল, জেএল নং ২৮, তৌজি নং ২৯৩১, আরএস দাগ নং ১৫২৩, এলআর দাগ নং ২৮৩২, আরএস খতিয়ান নং ৫৩৪, এলার খ তিয়ান নং ৬৩১২, বর্তমানে ৬৫১৯, স্থানীয় রামকরচর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : সাগর, এডিএসআর রুদ্রনগর, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬২৪-২০২২, পৃষ্ঠা ৩৪৬০ -থেকে ৩৪৭০, দলিল নং ১৬২৪০০১৭৭-২০২২ সালের সম্পত্তি **শ্রী বিজয় পাত্র, পিতা প্রদীপ কুমার পাত্র এর নামে।**<br>**চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্যর সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** রোড। **পূর্বে :** অন্যান্যর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** অন্যান্যর সম্পত্তি। | ১) ১৯.১২.২০২৫<br>২) ২৬.০২.২০২৬<br>৩) **১৯,০৯,৯৪৪.০০ টাকা** (উনিশ লাখ নয় হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ এবং খরচ সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে |

তারিখ : ২৫.০২.২০২৬ এবং ২৬.০২.২০২৬ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কাকদ্বীপ | ব্যাঙ্ক অফ বরোদা



**SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল - ৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬)** অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৬.০৩.২০২৬**
**নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ**

| ক্রম নং | ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম | বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত | বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি ১০ শতাংশ<br>গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | **ঋণগ্রহীতা(গণ): শ্রী সুমিত কুমার বোস,** পিতা সুনীল কুমার বোস **এবং শ্রীমতি রাখী কুন্ডু,** স্বামী শ্রী সুমিত কুমার বোস | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থতল, উত্তর-পূর্ব কোনে , ব্লকর -২ ভবনের বসবাসের কমপ্লেক্স নাম এবং শৈলী কেশব ধাম কমপ্লেক্স, ২ বেডরুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ হল এবং ১ ব্যালকনি, নির্মিত চিহ্নিত অংশ বা জমির অংশে প্রথম তপশিলে লিখিত বর্ণিত মতে, এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ বালি পুরসভা অধীন প্রেমিসেস নং ৮০, লালা বাবু শায়র রোড, পো : বেলুড় মঠ, থানা বালি, জেলা হাওড়া, -৭১১২০২, ওয়ার্ড নং ১২।<br>সম্পত্তি **শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতি রাখী কুন্ডু** এর নামে, **উল্লেখ্য দলিল নং ০৩৭৪৭-২০১০ সালের** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১২০৫ থেকে ১২৪৩ , এডিএসআর , হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।<br>**সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।** | ১৯,০৩,৮৮০.০০ টাকা (উনিশ লাখ তিন হাজার আটশ আশি টাকা) ২৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং ২৭.১০.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া | ক) ২০,০২,০০০.০০ টাকা<br>খ) ২,০০,২০০.০০ টাকা<br>গ) ১০,০০০.০০ টাকা<br>যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬<br>পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৬.০৩.২০২৬ এবং ১২.০৩.২০২৬ |
| ২ | **ঋণগ্রহীতা : শ্রী অরিজিৎ মিত্র,** পিতা শ্রী গৌর মিত্র | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-২, ২য়তলে, জি-৩ তলা বসবাসের ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫৭ বর্গফুট কমবেশি এবং ১ কার পার্কিং স্পেস নং ১ পরিমাপ ১২০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, কে ড্রইং তথা ডাইনিং , এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমিতে অবস্থিত ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ৩৭, নন্দী পাড়া, পো বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১১৩-কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার এর অফিস আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, যেমন **হস্তান্তর দলিলে বর্ণিত মতে নং ১-১৬০৪০৫৪৮০-২০২৩ সালের, সম্পত্তি শ্রী অরিজিৎ মিত্র,** পিতা শ্রী গৌর মিত্র এর নামে।<br>**সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।** | ৩২,৪৪,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) এবং ০৮.০৮.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া | ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা<br>খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা<br>গ) ১০,০০০.০০ টাকা<br>যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬<br>পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৬.০৩.২০২৬ এবং ১২.০৩.২০২৬ |

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৭.০২.২০২৬ | কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

## ইমেলে আরডিএক্স হামলার হুমকি

# বালুরঘাট হেড পোস্ট অফিস ও পাসপোর্ট কেন্দ্রে তীব্র আতঙ্ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** ইমেলে বোমা হামলার হুমকিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো বালুরঘাট হেড পোস্ট অফিসে। এই অফিস চত্বরেই পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন কেন্দ্রটি অবস্থিত হওয়ায় নিরাপত্তার খাতিরে তড়িঘড়ি গোটা এলাকা খালি করে দেয় পুলিশ। তল্লাশিতে সন্দেহজনক কিছু না মিললেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন শহরজুড়ে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

ডাকবিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর নাগাদ আঞ্চলিক সার্কেল অফিস থেকে একটি সতর্কবার্তা আসে। ইমেলে দাবি করা হয়, দেশের যেসব পোস্ট অফিসে পাসপোর্ট পরিষেবা কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে আরডিএক্স বিস্ফোরক রাখা হয়েছে। সেই বার্তায় আরও সতর্ক করা হয়। দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট থেকে ২টা ৩০ মিনিটের মধ্যে যেকোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এই সতর্কবার্তা পাওয়ার পরপরই পোস্ট মাস্টার স্থানীয় থানায় খবর দেন। বালুরঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা ভবনটি খালি করে দেয়। নিরাপত্তার স্বার্থে আশেপাশের এলাকা থেকেও সাধারণ মানুষকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে নিয়ে আসা হয় বোম্ব স্কোয়াড এবং স্নিফার ডগ। পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন ইউনিট-সহ পোস্ট অফিসের প্রতিটি কোণ তল্লাশি করা হয়। মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় প্রশাসন। পোস্ট মাস্টার সুবল চন্দ্র বিশ্বাস জানান, 'সার্কেল অফিস থেকে নির্দেশিকা পাওয়ার পরেই আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নিই। কোনো ঝুঁকি না নিয়ে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে জানাই এবং কর্মী ও গ্রাহকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ভবনটি খালি করে দেওয়া হয়।' অন্যদিকে, ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ জানান, 'বোম্ব স্কোয়াড গোটা ভবনটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছে। বিকেল পর্যন্ত কোনো সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার হয়নি।' প্রাথমিকভাবে পুলিশ ও ডাকবিভাগের ধারণা, এটি একটি ভুয়ো বা 'হক্স' ইমেল ছিল। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এবং পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।

## বোমাতঙ্ক বর্ধমান হেড পোস্ট অফিসে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** বৃহস্পতিবার দুপুরে পূর্ব বর্ধমান শহর, শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র, বর্ধমান হেড পোস্ট অফিসে একটি হুমকি ইমেল আসাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ইমেলে দাবি করা হয়েছিল যে পোস্ট অফিস চত্বরে বোমা রাখা আছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটবে। এই সংবাদ প্রকাশ্যে আসতেই পোস্ট অফিসের কর্মী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছায় পুলিশ ও ডিআইবি।

পোস্ট অফিসের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্ময় ব্যানার্জি জানিয়েছেন,বৃহস্পতিবার দুপুরে ডিভিশন অফিসে ওই রহস্যজনক ইমেলটি আসে। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছিল যে, দুপুর ১২টা ৪৯ মিনিট থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে পোস্ট অফিসে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। এই ইমেল পাওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে ওঠে। কালবিলম্ব না করে পোস্ট অফিসের সমস্ত কর্মচারীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সাধারণের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। পোস্ট অফিসের সমস্ত প্রবেশ ও প্রস্থানের তোরণ অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে পোস্ট অফিসের সমস্ত কাজকর্ম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডিআইবি-র বিশেষ টিম। তাঁরা পোস্ট অফিস চত্বরের প্রতিটি সন্দেহজনক স্থানে তল্লাশি অভিযান চালায়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিষয়টিকে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। ডগ স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয় যাতে লুকানো কোনও বিস্ফোরক থাকলে তা দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হয়। গোটা এলাকাটি পুলিশি ঘেরাটোপে রাখা হয়। এটি নিছক কোনও ভুয়ো হুমকি নাকি এর পেছনে বড় কোনও নাশকতার ছক রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সাইবার ক্রাইম বিভাগকেও এই ইমেলের উৎস সন্ধানে কাজে লাগানো হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পোস্ট অফিসে আগত গ্রাহকদের মধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ায়। তবে প্রশাসন সকলকে শান্ত থাকার ও পুলিশকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

## বন্ধুকে পিটিয়ে খুনে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবিতে পথ অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** বন্ধুকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত অপর এক বন্ধু-সহ তার পরিবারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পথ অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ দেখাল পরিবার ও গ্রামবাসীরা। রাজ্য সড়কের ওপর মৃতদেহ রেখে, টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন মালদার মানিকচক থানার চৌকি মিরদাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেবনগর এলাকার বাসীন্দারা। উল্লেখ্য, গত রবিবার মালদার মানিকচক থানার চৌকি মীরদাদপুর অঞ্চলের সাহেবনগর এলাকায় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। সোয়েল শেখ (১৮) নামে এক কিশোরের ছবি ব্যবহার করে ফেক ফেসবুক আইডি চালানোর অভিযোগ ওঠে তারই এক বন্ধু আমরাজ শেখের বিরুদ্ধে। এরা দু'জন এই বছর একই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে।

এদিকে ফেক আইডি ব্যবহারের বিষয়টি জানতে পেরে গত রবিবার সোয়েল আমরাজের বাড়ি গিয়ে তাঁকে ফেক ফেসবুক আইডি বন্ধ করার দাবি জানায়। এনিয়ে বচসা-গন্ডগোল বাঁধে। আর এই গন্ডগোলের জেরেই সোয়েলকে লাঠিসোটা, বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে আমরাজ, তার বাবা সেখ ফিজুর, মা বেবি বিবি-সহ তার পরিবারের লোকজনেদের বিরুদ্ধে। যার জেরে গত মঙ্গলবার কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোয়েলের মৃত্যু হয় বলে খবর। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে তার মরদেহ গ্রামে এসে পৌঁছায়। আর মরদেহ গ্রামে পৌঁছানোর পরপরই পরিবারবর্গ-সহ গ্রামবাসীরা মিলে সেই মরদেহ ধরমপুর স্ট্যান্ডে এনে মালদা-মানিকচকগামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এবং খুনের ঘটনায় জড়িতদের সকলকে গ্রেপ্তার এবং তাদের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হন। মৃতের এক দাদা মহম্মদ ইমান জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতেই দু'দিন দেহ প্রতিবাদের জন্য রাখা হয়েছিল। যদিও পুলিশ আশ্বাস দেওয়ার পরে মৃতদেহ কবরস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়। মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার জন্য এলাকা জুড়ে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

## ঘরে ঘরে গেরুয়া বার্তা, আরামবাগে ভোট সমীকরণে আগাম চাল বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** ভোটের আগে 'গৃহ সম্পর্ক অভিযান'-এ ঝাঁপ বিজেপির। দ্বিগুণ জনসংযোগে তৃণমূলকে চাপে রাখার কৌশল বিজেপির। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠন মজবুত করতে অভিনব কৌশল নিয়েছে বিজেপি। 'গৃহ সম্পর্ক অভিযান'-এর মাধ্যমে সরাসরি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে জনসংযোগ বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে গেরুয়া শিবির। ইতিমধ্যেই আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেই এই কর্মসূচি জোর কদমে শুরু হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রচারের মূল লক্ষ্য ভোট ঘোষণার আগেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তৈরি করা। তাঁদের সমস্যার কথা শোনা এবং কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ, খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ এবং আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ। প্রত্যেকে প্রায় ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত পদযাত্রা করে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরছেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই 'গৃহ সম্পর্ক অভিযান' শুধুমাত্র প্রচার নয়, বরং সাংগঠনিক শক্তি যাচাইয়েরও একটি উপায়। কোন এলাকায় দলের প্রভাব কতটা, কোথায় ক্ষোভ বা অসন্তোষ রয়েছে, তা সরাসরি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি নেতৃত্ব। ফলে ভোট ঘোষণার আগেই একপ্রকার মাইক্রো-ম্যানেজমেন্ট শুরু করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। তবে রাজনৈতিক চর্চায় উঠছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যদি ভোট ঘোষণার পর এই বর্তমান বিধায়করা পুনরায় প্রার্থী হন, তাহলে কি আবারও একইভাবে প্রচারে নামবেন? দলীয় সূত্রে স্পষ্ট ইঙ্গিত, প্রার্থী যিনিই হন না কেন, ভোট ঘোষণার পর আবারও বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করা হবে। অর্থাৎ কার্যত দুই দফায় প্রচার চালাবে বিজেপি, একবার ভোট ঘোষণার আগে, আরেকবার আনুষ্ঠানিক প্রচার পর্বে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই দ্বিগুণ জনসংযোগ কৌশল তৃণমূল কংগ্রেসকে চাপে ফেলতে পারে। কারণ সাধারণত ভোট ঘোষণার পরেই অধিকাংশ দল ঘরে ঘরে প্রচারে নামে। সেখানে বিজেপি আগেভাগেই মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এতে করে ভোটের সময় সংগঠন অনেকটাই প্রস্তুত থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের তরফে ইতিমধ্যেই 'পোস্টার-কাণ্ড'কে ইস্যু করে বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা রটানোর অভিযোগ তুলেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির দাবি, জনমনে তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই প্রচার চালানো হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, শুধুমাত্র কুৎসা রটিয়ে কতটা প্রভাব ফেলা সম্ভব, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছে সরাসরি পৌঁছনোই যে বড় ফ্যাক্টর, সেটাই নির্ধারণ করবে ভোটের সমীকরণ। সব মিলিয়ে আরামবাগ মহকুমায় নির্বাচনের আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। বিজেপির 'গৃহ সম্পর্ক অভিযান' কতটা ফলপ্রসূ হয় এবং তৃণমূল তার পাল্টা কৌশল কী নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

## বোমাতঙ্ক ঝাড়গ্রাম ডাকঘরেও

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** বৃহস্পতিবার বিস্ফোরক আতঙ্কে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ঝাড়গ্রাম শহরে। সকাল ১১টা নাগাদ ঝাড়গ্রামের পোস্ট মাস্টারের কাছে একটি মেল আসে। তাতে উল্লেখ করা হয়, পাসপোর্ট অফিসে আরডিএক্স বিস্ফোরক রাখা আছে। মেল দেখার পর ডাকঘরের সমস্ত কর্মীদের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় ঝাড়গ্রাম থানায়। পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড দ্রুত সেখানে পৌঁছে অফিস জুড়ে তল্লাশি শুরু করে। বন্ধ করে দেওয়া হয় ডাকঘর ও পাসপোর্ট অফিস। সমস্ত পার্সেল খুলে দেখা হয়। মেলএ হুমকি দেওয়া হয়েছে, তামিলনাড়ু পুলিশের কনস্টেবলদের দিয়ে নিবেদিতা পেথুরাজ ও অন্যান্যরা বাড়ির কাজ করায়। অনেক কনস্টেবল নিজেদের খুব হিউমিলিয়েট ফিল করে। তাই আজাদ কাশ্মীর আইএসআই সেল একটা অপারেশন করছে। টার্গেট করা হচ্ছে পাসপোর্ট অফিস। এরকম বাজে প্র্যাকটিসের বিরুদ্ধে যাতে একটা দৃষ্টান্ত তৈরি হয়। ১৯টা গ্যাস চালিত আরডিএক্স ইতিমধ্যে অফিসে লাগানো আছে। ১-২ জন মেম্বার কলকাতা অফিসের কাছে দুপুরে লাঞ্চ টাইমে অফিসের কাছাকাছি গেলেই অটোম্যাটিক একটিভ হয়ে যাবে। জানা গেছে, তামিলনাড়ু রিট্রিভাল ট্রুপস, তামিলনাড়ু টাইগার্সের তরফে এই মেল করা হয়।

## বনগাঁয় বোমাতঙ্কে পোস্ট অফিস ছেড়ে রাস্তায় কর্মীরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ:** বনগাঁ পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্ক অফিস ছেড়ে রাস্তায় কর্মীরা। পোস্ট অফিসগুলিতে আরডিএক্স দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। হুমকির মেলে আতঙ্ক ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পোস্ট অফিসের। বনগাঁর পোস্ট মাস্টার জানান, ঘটনা কথা তাদের ইমেল একটি মেল আসে এবং বলা হয় সমস্ত গ্রাহক এবং কর্মীদের নিয়ে পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে। যত সময় না বোম স্কোয়াড এসে তল্লাশি চালাচ্ছে, তত সময় অফিসে না ঢুকতে। তারপর তড়িঘড়ি অফিস ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন কর্মীরা। এই পোস্ট আফিসে পাসপোর্ট অফিসও রয়েছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে বনগাঁ থানার পুলিশ এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা পুলিশ সুপার বিদীশা কলিতা দাস গুপ্ত জানিয়েছেন, বনগাঁর পোস্ট অফিসে বোমের মত কিছু পাওয়া যায়নি খতিয়ে দেখা হচ্ছে কি কারণে এই থ্রেট মেল এসেছিল।

## আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন মধ্যমগ্রামে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম:** চার বারের চিকিৎসক সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ঐকান্তিক উদ্যোগে ও আর্থিক সাহায্যে উদ্বোধন হল আইএএস, আইপিএস, ডাব্লুবিসিএস প্রি এক্সজামিনেশ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের। বৃহস্পতিবার বিকেলে এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের দ্বারোদঘাটন করেন বারাসাতের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রাক্তন আইপিএস সুরজিৎকর পুরকায়স্থ, এডিএম (ডি) বিষ্ণু দাস, মধ্যমগ্রাম পুরসভা পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ-সহ বহু বিশিষ্টজন। সাংসদ তহবিলের দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে এবং মধ্যমগ্রাম পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যানার্জি পাড়ায় দেওয়া জমিতে ওই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটটি গড়ে উঠেছে। দ্বাদশ শ্রেণি পাশের পর থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষাদান করা হবে। এমন উদ্যোগের জন্য প্রাক্তন ডিজি সুরজিৎকর পুরকায়স্থ সাংসদকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ছেলে মেয়েদের আইএএস, আইপিএস, ডাব্লুবিসিএস গড়ে তোলার জন্য প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি যেখানেই যান সেখানের ছেলে মেয়েদের সবসময়ে উৎসাহিত করতেন। সেই ধারাকে মেনেই বারাসাতের সাংসদের এই উদ্যোগ অন্যান্য সাংসদেরও আগামী দিনে উৎসাহিত করবে।' পড়াশোনার মান উন্নয়নের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ ও কণ্যাশ্রী প্রকল্পের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, 'শুধু আইএএস, আইপিএস, ডাব্লুবিসিএস তৈরি করার প্রশিক্ষণ নয় আগামীদিনে উৎকর্ষ বাংলা অর্থাৎ হাতের কাজও আগামীদিনে এখানে শেখানো হবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ট্রেনিং সেন্টার পুরদস্তুর শুরু হয়ে যাবে।'

## দুই ছেলের বয়সের ফারাক মাত্র চার মাস

# এসআইআরের শুনানির পর তথ্য দেখে বিপাকে বৃদ্ধ বাবা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** দুই ছেলের বয়সের ফারাক মাত্র চার মাস। এসআইআর-এর শুনানির কয়েকদিন পর এমনই তথ্য বাইরে আসতেই চরম বিপাকে পড়েছেন দুই ছেলের বৃদ্ধ বাবা। ভোটার কার্ড আধার কার্ডে ও চার মাসেরই ফারাক রয়েছে। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার ৮৮ নম্বর বুথের বিজড়া এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় বাসিন্দা আইনুল শা, যিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বসবাস করছেন। তিনি জানান, তাঁর অনেকগুলি সন্তান রয়েছে। তাঁর মধ্যে আমির আলি ও সমীর শা নামে দুই ছেলের ভোটার কার্ডে বয়সের ফারাক মাত্র চার মাস বলে তাঁরা জানতে পারেন। আইনুল শা বলেন, 'আমরা এসব বিষয় সেভাবে বুঝি না। যারা কার্ড তৈরি করেছিলেন, তাঁদের বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত ছিল। এখন বুঝতে পারছি দুই ছেলের কার্ডে চার মাসের ফারাক দেখাচ্ছে। শুনানির সময়ও আমাদের কিছু জানানো হয়নি। আমরা চিন্তিত। আমরা বহুদিন ধরে এখানে বাস করছি, আমার ছেলেমেয়েদের জন্ম এখানেই। তবে সংশ্লিষ্ট নথিপত্রে যে বয়সের অসঙ্গতি দেখা গিয়েছে,

সেটি প্রশাসনিক ত্রুটি কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস জানান, 'এই ধরনের কোনও সমস্যা হয়ে থাকলে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। ফর্ম ৬ জমা করতে হবে। আধার কার্ড বা অন্য নথিতে যদি কোনও ভুল থাকে, তা-ও সংশোধন করা সম্ভব। উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।' ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে।

## পানীয় জলের সংকট ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল:** একদিকে পানীয় জলের সংকট অন্যদিকে জলের অপচয়, ক্ষোভ স্থানীয়দের। এমনিতেই খনি অঞ্চল খরা প্রবণ। জলের সংকটে ভোগে এলাকার অধিকাংশ মানুষ। খনি অঞ্চল অন্ডাল এর মধ্যে সবথেকে বেশি জল সংকট দেখা যায় কাজোড়া অঞ্চলে। যদিও কাজড়ায় জল সংকট মেটাতে উদ্যোগী হয় রাজ্য সরকার। সেইমতো মদনপুর পঞ্চায়েতের চকরামবাটি অবস্থিত ইসিএলের একটি পরিত্যক্ত খোলামুখ খনি থেকে জল তুলে সেই জল ফিল্টার করে জনস্বার্থ কারিগরি দপ্তরের পিএইচই পাইপ লাইনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই কাজড়ার বেশ কিছু এলাকায় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। তাতে উপকৃতও হচ্ছে ওই এলাকার বহু মানুষ জন। অন্যদিকে, এই জলের*পাইপ লাইন কোথাও ফেটে, কোথাও বা লিকেজ হয়ে অনবরত বের হচ্ছে জল বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রায় এক থেকে দেড় মাস ধরে একই রকমভাবে অপচয় হচ্ছে জল। তিনি বলেন, যেদিন থেকে পিএইচই দপ্তরের জলের জন্য পাইপলাইন বসানো হয়েছে সেইদিন থেকেই লিকেজ হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। অথচ দপ্তরের তরফে কেউ আজও পর্যন্ত দেখতে আসেনি। তৃণমূল নেতা পার্থ দেওয়াশি জলের পাইপ লাইনের লিকেজের কথা স্বীকার করে জানান, তিনি এলাকার মানুষের মারফত খবর পেয়েছেন। খনি অঞ্চলে ইসিএল-এর খোলামুখ খনির কারণে এলাকায় জল স্তর কমেছে। রাজ্য সরকার এলাকায় জল সংকট মেটাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তবে পিএইচই দপ্তরের পাইপ লাইনের কাজ যে সংস্থার ঠিকাদারের অধীনে হয়েছিল, কাজটি পুনরায় দেখে সেই সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি অন্ডাল বিডিওর কাছে আবেদন জানাবেন বলে জানান।

## ব্যান্ডেলে আবগারি দপ্তরের বাজেয়াপ্ত গাড়িতে আগুন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** ব্যান্ডেলে আবগারি দপ্তরের বাজেয়াপ্ত করা একের পর এক গাড়িতে আগুন। ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে যা একেবারেই কাছে। গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ব্যান্ডেল বাজারে বৃহস্পতিবার দুপুরের এই ঘটনায় মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রায় আড়াই ঘণ্টার কাছাকাছি এই আগুন জ্বলতে থাকে। অভিযোগ, আগুন লাগার বহু পরে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। তিনি বলেন, 'এখানে দমকলের গাড়ি ঢুকতে সমস্যা হয়। রেলের আন্ডারপাস দিয়ে বড় গাড়ি ঢোকে না। চন্দননগর থেকে গাড়ি আসছিল, তা অনেকটা ঘুরে আসে। তাই সময় লেগেছে।' ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এটি। যেখানে আগুন লাগে, তার পাশেই রয়েছে ব্যাঙ্ক। এলাকার লোকজন জানান, বিকট শব্দ হচ্ছিল ঘটনাস্থল থেকে। মনে হচ্ছিল, বিস্ফোরণ হচ্ছে কোনও। ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এলাকার লোকেরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় দু'টো থেকে আড়াইটের মধ্যে আগুন লাগে। দমকলের গাড়ি আসতে সময় নেওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের দু'টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করে।

## রাস্তার দাবিতে সড়ক অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** আগে রাস্তা পরে ভোট। এই স্লোগান তুলে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তার দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বেতকুন্দরি এলাকার গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার সকালে বেতকুন্দরিতে ঝাড়গ্রাম -বেলপাহাড়ি ৫ নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে তারা দাবি জানান, বেতকুন্দরি থেকে মুরগিডিহি পর্যন্ত ২ কিমি বেহাল রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কার করে চলাচলের যোগ্য করতে হবে। এই রাস্তা দিয়ে ৮ থেক ১০টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। বর্ষার সময় রাস্তাটি চলাচলের একেবারে অযোগ্য হয়ে ওঠে। একাধিক দুর্ঘটনা ঘটে। এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা-সহ সমস্ত জায়গায় অভিযোগ জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে তারা এদিন রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। স্থানীয় বিধায়ক বিরবাহা হাঁসদা ও জেলা প্রশাসনের উদাসীনতায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। অবরোধের ফলে ব্যস্ত রাজ্য সড়কে জানজট শুরু হয়। ঝাড়গ্রামের আইসির নেতৃত্বে পুলিশ অবরোধ তুলে দিতে সক্ষম হলেও গ্রামবাসীদের দাবিতে পায়ে হেঁটে দুই কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা ঘুরে দেখতে হয় আইসিকে। অবিলম্বে রাস্তা মেরামত করা না হলে আসন্ন নির্বাচনে হিসেব বুঝে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভরত গ্রামবাসীরা।

## এবার বোমাতঙ্ক আসানসোলের মুখ্য ডাকঘরে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** মঙ্গলবার ও বুধবার পর পর দুদিন আসানসোল আদালতে বোম রাখা আছে এমনই মেল করা হয়। যার জেরে আসানসোল আদালত চত্বরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এইবার বোম রাখার হুমকি এলো আসানসোল মুখ্য পোস্ট অফিসে। যে পোস্ট অফিসে পাসপোর্টেরও অফিস আছে। মেল আসে আসানসোলের মুখ্য ডাকঘরের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে।

ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট কোমল সিং বলেন, 'মেল পাওয়া মাত্রই পোস্ট অফিস চত্বর থেকে কর্মী ও পোস্ট অফিসের কাজে আসা সমস্ত ব্যক্তিকে নিরাপদ দূরত্বে ছড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।' ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। মেলে উল্লেখ করা হয়, দুপুর একটা পনেরো থেকে দেড়টার মধ্যে আরডিএক্স বিস্ফোরণ হবে। যদিও এরকম কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। এই ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পোস্ট অফিস এবং পাসপোর্ট অফিসের সমস্ত কাজ বন্ধ রাখা হয়।

## আদ্রা বিভাগে রেলওয়ে এবং এনডিআরএফের যৌথ মক ড্রিল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া:** দক্ষিণ পূর্ব রেলের পুরুলিয়ার আদ্রা বিভাগের অন্তর্গত আনাড়া রেল ইয়ার্ডে বৃহস্পতিবার রেলওয়ে ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর যৌথভাবে একটি বৃহৎ পরিসরের মক ড্রিল আয়োজন হয়।

মক ড্রিলের পরিকল্পিত পরিস্থিতি অনুযায়ী, ট্রেন নং ০০০১৯ বিজেই, সিএনআই এক্সপ্রেস সকাল প্রায় ৯টা ৫০ নাগাদ আনাড়া রেল ইয়ার্ডে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। দুর্ঘটনায় ট্রেনের দুটি কোচ লাইনচ্যুত হয়, যার মধ্যে একটি সেকেণ্ড এসি কোচ (কোচ নং এসই-০৫৮০৫৬, ইঞ্জিন থেকে ৯ম অবস্থান) উল্টে যায় এবং একটি স্লিপার কোচ (নং ০৫৮২৩৬, ইঞ্জিন থেকে ১০ম অবস্থান) তার উপর উঠে যায়। এতে বিপুল সংখ্যক যাত্রী হতাহত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ পাওয়া মাত্রই বিভাগীয় কন্ট্রোল রুম থেকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য শুরু করা হয়। দুর্ঘটনাস্থলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পিএআরএমই ও এআরটি রওনা করা হয়। পাশাপাশি এনডিআরএফ দল, রেলওয়ের চিকিৎসা বিভাগ, আরপিএফ, স্থানীয় পুলিশ এবং অন্যান্য বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থাকেও সক্রিয় করা হয়। উদ্ধার কার্যক্রমের সময় আহতদের দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, যাত্রীদের নিরাপদে বের করে আনা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমন্বিত ব্যবস্থাপনার অনুশীলন করা হয়। এই মক ড্রিলের মাধ্যমে রেলওয়ে ও এনডিআরএফ-এর যৌথ কার্যক্ষমতা, পারস্পরিক সমন্বয় এবং 'গোল্ডেন আওয়ার'-এ সর্বাধিক প্রাণরক্ষা নিশ্চিত করার প্রস্তুতি মূল্যায়ন করা হয়। একই সঙ্গে বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রী সহায়তা বুথ স্থাপন করা হয়। আদ্রা বিভাগের বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক মুকেশ গুপ্তা এই রেল দুর্ঘটনা পরিস্থিতিভিত্তিক মহড়াকে সফল ঘোষণা করেন। তিনি জানান যে, রেল দুর্ঘটনার সময় গোল্ডেন আওয়ারে যত বেশি সম্ভব মানুষের জীবন রক্ষা করার প্রস্তুতি মূল্যায়নের জন্য এ ধরনের মক ড্রিল আয়োজন করা হয়। তিনি আরও বলেন, জরুরি পরিস্থিতিতে আমাদের প্রস্তুতি যাচাইয়ের জন্য এই ধরনের অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই মহড়ার উদ্দেশ্য হল রেল দুর্ঘটনার মতো জরুরি অবস্থায় দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতি পরীক্ষা করা।

আদ্রা বিভাগ নিয়মিতভাবে এই ধরনের মক ড্রিল আয়োজন করে, যাতে বাস্তব দুর্যোগের সময় দ্রুত, কার্যকর ও সমন্বিত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায় এবং যদি কোনো ঘাটতি ধরা পড়ে, তা দ্রুত সংশোধন করা সম্ভব হয়।

এই মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক মুকেশ গুপ্তা, অতিরিক্ত বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক খগেন্দ্র নাথ ঘোষসহ বহু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্কাউট ও গাইড দল, সিভিল ডিফেন্স, রেলওয়ে সুরক্ষা বল, এনডিআরএফ দলের সদস্য এবং বিভাগের সাংস্কৃতিক দলের সদস্যরা। সাংস্কৃতিক দলের সদস্যরা আহত যাত্রী ও তাঁদের আত্মীয়দের ভূমিকায় অভিনয় করে মহড়াটিকে বাস্তবসম্মত করে তোলেন।

# ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বব্যাপী সমুদ্র পরিবহণের শক্তি: শান্তনু ঠাকুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বন্দরগুলি ভারতের ৯৫ শতাংশ বাণিজ্য পরিচালনা করে, যা বিকশিত ভারত ভিশনের মূল চাবিকাঠি। ভারতের রপ্তানি এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে বন্দর উন্নয়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরদার করে, বন্দর, জাহাজ পরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রক সামুদ্রিক কাঠামো আধুনিকীকরণ, মাল্টিমোডাল সংযোগ জোরদার এবং দেশজুড়ে সরবরাহ দক্ষতা উন্নত করার জন্য বড় উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে।

কলকাতায় সিআইআই এক্সিম সম্মেলন ২০২৬-এ ভাষণ দিতে গিয়ে, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ভারতের বাণিজ্য সম্প্রসারণে সামুদ্রিক খাতের কেন্দ্রীয় ভূমিকা এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি শীর্ষস্থানীয় জাহাজ চলাচল কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেন। তিনি বলেন, 'ভারতের প্রায় ৯৫ শতাংশ বাণিজ্য এবং প্রায় ৭০ শতাংশ মূল্যের বাণিজ্য আমাদের বন্দরগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এটা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে সামুদ্রিক খাত কেবল একটি পরিবহণ ব্যবস্থা নয়, এটি ভারতের বাণিজ্যকে একটি উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে।'

গত দশকে সামুদ্রিক খাতে অর্জিত অগ্রগতির ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে ভারতের বন্দর ক্ষমতা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, পণ্য পরিবহণের দক্ষতা উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নত হয়েছে এবং প্রধান বন্দরগুলিতে টার্নঅ্যারাউন্ড সময় উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা যান্ত্রিকীকরণ এবং ডিজিটালাইজেশন উদ্যোগের দ্বারা সমর্থিত। তিনি আরও বলেন, 'ভারত যখন ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হচ্ছে এবং ২০৪৭ সালের ভিশন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তখ ন রপ্তানি আমাদের অর্থনৈতিক রূপান্তরের অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভ হবে।'

শ্রী শান্তনু ঠাকুর ভারতের জাহাজ নির্মাণ বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করার উপর সরকারের পুনর্নবীকরণের উপরও আলোকপাত করেন, উল্লেখ করেন যে সাম্প্রতিক নীতিগত পদক্ষেপ এবং বাজেট সহায়তা ভারতকে একটি প্রধান বৈশ্বিক জাহাজ নির্মাণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে।

তিনি বলেন আপনারা জানেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় বাজেটে জাহাজ নির্মাণের উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজ নির্মাণ খাতের জন্য সহায়তার উপর জোর দিয়েছেন। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্ব বাণিজ্যের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।দ

এই খাতে ভারতের দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন যে, টেকসই নীতিগত সহায়তা এবং শিল্প অংশগ্রহণের মাধ্যমে, ভারত বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় জাহাজ নির্মাণ দেশগুলির মধ্যে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তজাহাজ নির্মাণের সঠিক গতি এবং সহায়তার মাধ্যমে, আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি এবং বিশ্বের শীর্ষ জাহাজ নির্মাণ দেশগুলির মধ্যে পৌঁছাতে পারি।দ

শ্রী ঠাকুর সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ এবং ভারতের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলকতাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে শিল্প অংশীদারিত্বের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা এবং সহায়তায়, আমরা ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং আমাদের সামুদ্রিক খাতকে সামনের সারিতে নিয়ে আসব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে, এই উদ্যোগটি ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল এবং আমরা আগামী বছরগুলিতে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক সামুদ্রিক খাত গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সম্মেলনটি উন্নত বাণিজ্য অবকাঠামো এবং সরবরাহ দক্ষতার মাধ্যমে ভারতের রপ্তানি বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য নীতিনির্ধারক, শিল্প নেতা এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের একত্রিত করেছিল।

উদ্বোধনী অধিবেশনে মায়ানমারের কনসাল জেনারেল মিঃ অং মিও থেইন; সিআইআই পূর্ব অঞ্চলের চেয়ারম্যান মিঃ শাশ্বত গোয়েঙ্কা; এবং সিআইআই ইআর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উপকমিটির চেয়ারম্যান মিঃ সন্দীপ কুমার, সিনিয়র শিল্প প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

# দেশকে অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর মোদী সরকার: অমিত

**আরারিয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি:** নরেন্দ্র মোদী সরকার দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর, জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার বিহারের আরারিয়ায় এক জনসভায় অমিত শাহ বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের থেকে মুক্তির অর্থ কেবল ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম মুছে ফেলা নয়। আমরা ভারতীয় মাটি থেকে প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে অপসারণের জন্য একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। নরেন্দ্র মোদী সরকার সমগ্র দেশকে অনুপ্রবেশকারীদের থেকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর এবং এই উদ্যোগ শীঘ্রই সমগ্র সীমান্ত অঞ্চলে শুরু হবে।'

অমিত শাহ আরও বলেন, 'আজ ভারতের বিপ্লবী বীর সাভারকরের মৃত্যুবার্ষিকী। বীর সাভারকর কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অতুলনীয় যোদ্ধা ছিলেন না, বরং একজন নির্ভীক দেশপ্রেমিকও ছিলেন যাঁর কলমে ছিল অপরিসীম শক্তি। তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি দেশজুড়ে দেশপ্রেমের এক ঢেউ জাগিয়েছিলেন এবং মৌলিক নীতিগুলির প্রতিফলনকারী একজন নেতা ছিলেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, ভাষার শুদ্ধিকরণ অথবা বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, বীর সাভারকর এই সকলের জন্য প্রচুর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তা অব্যাহত রেখে ছিলেন। আজ, সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে, আমি আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে চাই।'

# ফের বাণিজ্য চুক্তির সমালোচনায় সরব রাহুল, কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রীকে

**কান্নুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি:** ফের ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির সমালোচনায় সরব হলেন রাহুল গান্ধি। এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও। বৃহস্পতিবার কেরলের কান্নুরে এক জনসভায় রাহুল বলেন, 'আমেরিকান কৃষকদের ভারতে সয়াবিন, ভুট্টা, ফল বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া- কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীই এটা করতে দিতেন না। এটি আমাদের যত্ন সহকারে তৈরি ভিত ধ্বংস করে দেবে। ৪ মাস ধরে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি আটকে ছিল। এটি আটকে থাকার কারণ ছিল কৃষি। ভারত সরকার আমেরিকান কোম্পানিগুলির জন্য ভারতীয় কৃষি উন্মুক্ত করতে চায় না। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রীকে হুমকি দিচ্ছিলেন।' রাহুল আরও বলেন, 'তারা সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণে আমাকে কথা বলতে দেয়নি। অমিত শাহ উঠে দাঁড়ালেন, প্রধানমন্ত্রী আমাকে কথা বলতে দেননি, স্পিকারকেও। ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, বিরোধী দলনেতাকে রাষ্ট্রপতির ভাষণে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। কারণ, তারা জানত যে আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে দুটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি - এপস্টাইন ফাইল, যাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে তথ্য রয়েছে এবং আদানি মামলা।'

# এনকাউন্টারে নিহত দুই মাওবাদী, উদ্ধার অস্ত্রশস্ত্র

**বিজাপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি:** নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে ফের সাফল্য মিলল ছত্তিশগড়ের। বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে দুই মাওবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র। বিজাপুরের এসপি ডঃ জিতেন্দ্র যাদব বলেছেন, বিজাপুর জেলার ইন্দ্রাবতী নদী এলাকায় মাওবাদীদের উপস্থিতি সম্পর্কে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, একটি যৌথ দল মাওবাদ বিরোধী অভিযান শুরু করে। অভিযান চলাকালীন, বৃহস্পতিবার সকালে ইন্দ্রাবতী নদী এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। সংঘর্ষের পর তল্লাশি অভিযানের সময়, দুই উর্দিধারী মাওবাদীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এবং সংঘর্ষস্থল থেকে একটি এসএলআর রাইফেল, একটি ইনসাস রাইফেল এবং একটি ১২ বোরের রাইফেলের মতো অস্ত্র, বিস্ফোরক এবং অন্যান্য মাওবাদী সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

# দুনিয়ার প্রথম নেতা, মোদীর ফলোয়ার্স ছাড়াল ১০ কোটি

**নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি:** সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামেও সমানভাবে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম রাষ্ট্রনেতা হলেন, যাঁর ইন্সটাগ্রামে ফলোয়ার্সের সংখ্যা ১০০ মিলিয়ন ছুঁল। রাজনৈতিক নেতা হিসাবেও মোদীই একমাত্র, যার ১০ কোটি ফলোয়ার্স রয়েছে। ২০১৪ সালে ইন্সটাগ্রাম জয়েন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিগত এক দশকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর অ্যাকাউন্ট বিশ্বনেতাদের মধ্যে অন্যতম এনগেজিং ডিজিটাল স্পেস হয়ে ওঠে। চমকপ্রদ তথ্য হল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিগুণ ফলোয়ার্স রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। রাষ্ট্রনেতাদের ইন্সটাগ্রাম ফলোয়ার্সের নিরিখে এক নম্বরে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাঁর ফলোয়ার্সের সংখ্যা ৪৩.২ মিলিয়ন। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবো সুবিয়ান্তো। তাঁর ফলোয়ার্সের সংখ্যা ১৫ মিলিয়ন। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা ডা সিলভা, তাঁর ফলোয়ার্স ১৪.৪ মিলিয়ন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

**SHORT QUOTATION NOTICE**

E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:- **Name of the Work:** Maintenance of Kamalgazi swimming pool & Garden under Rajpur Sonarpur Municipality. **NIQ No. WBMAD/ULB/RSM/WS/2134/25-26 Dated 26/02/2026. Submission started date:** 28.02.2026 at 17-30 hrs. **Submission End date:** 09.03.2026 at 17-30 hrs. **Technical opening date:** 11.03.2026 at 17-30 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

**SHORT QUOTATION NOTICE**

E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:- **Name of the Work:** Providing swimming trainers for the trainee swimmers at Kamalgazi swimming pool under Rajpur Sonarpur Municipality. **NIQ No. WBMAD/ULB/RSM/WS/2133/25-26 Dated 26/02/2026. Submission started date:** 28.02.2026 at 17-30 hrs. **Submission End date:** 09.03.2026 at 17-30 hrs. **Technical opening date:** 11.03.2026 at 17-30 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

**BONGAON MUNICIPALITY**

**1. CORRIGENDUM NOTICE**
**Tender reference: WBMAD/NIeT/331/B.M./2025-26/APAS**
**Date: 16-02-2026.**
**Tender ID: 2026_MAD_5012241_5 to 7**

1. Date of dropping- **26.02.2026 to 27.02.2026.** 2. Date of Opening- **28.02.2026 to 02.02.2026.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
**Bongaon Municipality.**

**TENDER NOTICE**

e-N.I.T (e-Tender) are being invited by the undersigned from Bonafied Bidders 02nos works Tender Ref. **No:- 09/PRODHAN/GURUDASPUR GP/2025-2026 & 10/PRODHAN/GURUDASPUR GP/2025- 2026** Bid submission closing date- **10/03/2026 up to 5.00 pm.** The details above Tender may be seen at **www.wbtenders.gov.in** and from the notice board at the office at undersigned.

**Sd/- PRODHAN**
**Gurudaspur Gram Panchayat**
**Maharajpur, Murshidabad**

**OFFICE OF THE NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT**
**UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK**
**MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149**
**e-mail: natungramgp@gmail.com**

**NOTICE INVITING e-Tender**

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: NGP-16/2025 2026 (2nd Call), Dated:16-02-2026.The last-date for online submission of tender is07-03-2026 (Saturday) upto16:00 Hours. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Sangita Roy**
**(Prodhan, Natungram G.P.**

**NABADWIP MUNICIPALITY**
**SHORT TENDER NOTICE**

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- TENDER No:- NM/APAS/NIT-155e/2025-2026, Tender ID-2026_MAD_5013090, Type of Work:- Misc Civil APAS work, Bid Submition End Date:- 07-03-2026 at 05:00 PM, Bid Open Date:- 09-03-2026 at 10:00 AM, N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website https://tenders.wb.gov.in/ also Given https: //nabadwipmunicipality.in

**SD/- Chairman,**
**Nabadwip Municipality**

**BARRACKPORE MUNICIPALITY**
**B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.**
**TENDER NOTICE**
**No. 67/25-26/FCXV/T Dated 25.02.2026.**

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **07.03.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

**S/d. Uttam Das.**
**Chairman**
**Barrackpore Municipality**

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি**

**নং ঃ সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৫** **তারিখ ঃ ২৪.০২.২০২৬**

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকট, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ জানতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **ক্যাটালগ নং পার্ক-এইচডব্লুএইচ-এফইবি-০৭, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ১১.০৩.২০২৬, দুপুর ২টোয়। **ক্র. নং, লট নং এবং স্টেশনের নাম** নিম্নরূপঃ **(১)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই-টিডব্লু-১৫০-২৪-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান) এবং ধাত্রীগ্রাম। **(২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এলওকে-টিডব্লু-২০৯-২৬-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান) এবং লোকনাথ। **(৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমওয়াইএম-টিডব্লু-১০৮-২৬-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান) এবং মেমারী। **(৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিএইচসি-টিডব্লু-১২৬-২৬-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান) এবং চাঁচাই। **(৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-আইপিআরএ-টিডব্লু-২৮৯-২৫-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান) এবং ইসলামপাড়া হল্ট। **(৬)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিবিএই-টিডব্লু-২৩৫-২৬-২ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান) এবং বৈদ্যবাটী। **(৭)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিআরএমএইচ-এমএক্স-৯৯-২৬-১ (পার্কিং - মিশ্র) এবং বেলুড়মঠ।

HWH-651/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**Durgapur Municipal Corporation**
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

**CORRIGENDUM NOTICE**

Memo. No. : DMC/APAS/BR-1/25 Dated : 26-02-2026

| Sl. | NIT | Name of Work | Tender ID |
|---|---|---|---|
| 1. | WBDMC/W/67(APAS) of 25-26 (3rd Call) | Construction of Drain and Concrete road from Sanat Chatterjee House to Nilratan Bhattacharjee House, Kamalpur Nichu Para, Ward no.-01 | 2026_MAD_5009914_1 |
| 2. | WBDMC/W/234(APAS) of 25-26 (4th Call) | Sinking of 1 no new cylinder Type Tube well at Math Para near Bapu Hazra, AC-276, Booth no-90, Ward-02, Borough-01 | 2026_MAD_5012119_2 |
| 3. | WBDMC/W/231(APAS) of 25-26 (3rd Call) | Construction of Masonry well at Playground 4/11, Vidyapati AC-276, Booth no-110, Ward-04, Borough-01 | 2026_MAD_5009643_3 |
| 4. | WBDMC/W/482(APAS) of 25-26 (2nd Call) | Construction of Green Room at Back side of Labanya Mancha, Street no-16, David, Booth No-126, Ward No-05, Borough-01 | 2026_MAD_5008871_2 |
| 5. | WBDMC/W/362(APAS) of 25-26 (3rd Call) | Repairing of Community Toilet at Power House Basti, Ward No-08, under DMC area | 2026_MAD_5011350_1 |
| 6. | WBDMC/W/481(APAS) of 25-26 (2nd Call) | Construction of shed at PNT Colony near Chitraloy, Booth No-132, Borough-01, Ward No-05 | 2026_MAD_5008834_1 |
| 7. | WBDMC/W/181(APAS) of 25-26 (2nd Call) | Construction of Water Canopy at street no-02, Ashok Avenue, AC-276, Booth no-28, Ward-10, Borough - 01 | 2026_MAD_5008907_1 |
| 8. | WBDMC/W/490(APAS) of 25-26 (2nd Call) | Construction of cultural shed between ground of street No-1A and 1 Harshabardhan under Booth No-39, Ward No-09, DMC Area | 2026_MAD_5008944_1 |
| 9. | WBDMC/W/385(APAS) of 25-26 (3rd Call) | Construction of Mini Shed near Tulsidas road within Ward No-08, under DMC | 2026_MAD_5011395_1 |
| 10. | WBDMC/W/323(APAS) of 25-26 (3rd Call) | Construction of New Shed at Parulia Namo Para Sashan under Booth No-03, Ward No-01, DMC Area | 2026_MAD_5011375_1 |

The Bid submission Closing date will be **28-02-2026** upto 4.55 PM in lieu of 26-02-2026 upto 3.00 PM and Bid opening Date will be **02-03-2026** after 9.00 AM in lieu of 27-02-2026 after 9.00 AM. The other terms and conditions will remain unchanged.

For details : **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
**Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. of W.B., Posted at Durgapur Municipal Corporation**

**Durgapur Municipal Corporation**
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

**Notice Inviting e-Tender**

**1) Name of the Work :** Construction of Concrete Road from street no-18 to Main road, David, Ward No-05, Booth-126, Borough-01.
**e-Tender No: WBDMC/W/482(APAS) of 25-26(3rd Call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5013086_1 • Est. Amt: Rs. 1,55,405.00**

**2) Name of the Work :** Repairing of Culvert at the junction of MEH-49 and Arabinda 5 No under Ward No-09, Booth No-38, DMC Area.
**e-Tender No: WBDMC/W/493(APAS) of 25-26(3rd Call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5013114_1 • Est. Amt: Rs. 2,09,071.00**

**3) Name of the Work :** Construction of Drain at Parulia Paschim Dam Para, near well under Ward No-01, Booth No-01, DMC Area.
**e-Tender No: WBDMC/W/530(APAS) of 25-26(4th Call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5013131_1 • Est. Amt: Rs. 1,16,072.00**

Last Date : **05-03-2026 upto 09.00 AM**
For details : **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
**Executive Engineer, DMC**

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডার নং ২৮৭_২০২৫-২৬ এবং ২৮৮_২০২৫-২৬ তারিখ ২৫.০২.২০২৬।** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/ ২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি পন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নং ঃ ২৮৭_২০২৫- ২৬, কাজের বিবরণ** ঃ এইএন/ডিকেএই-র অধীনে এসএসই/ডব্লু/ডিকেএই-র আওতাধীনে কেকিউইউ এবং বিএমএই স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা এবং বিদ্যমান উপরিতলের উন্নয়ন। **আনুমানিক মূল্য** ঃ ৩,২২,৮১,৭৯৩.১৭ টাকা। **বায়না অর্থ** ঃ ৩,১১,৪০০ টাকা। **ক্র. নং ২, ই-টেন্ডার নং ঃ ২৮৮_২০২৫- ২৬, কাজের বিবরণ** ঃ এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিডব্লুএন-এর শাখায় ফেজ-২-এর জন্য বিডব্লুএন রেলওয়ে কলোনিতে স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর অভ্যন্তরীণ সংস্কার-এর উন্নয়ন এবং এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিডব্লুএন-এর শাখাতে ফেজ-২-এর জন্য বিডব্লুএন রেলওয়ে কলোনি স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর দরজা ও জানালার উন্নয়নের কাজ। **আনুমানিক মূল্য** ঃ ৪,১৩,৩৬,৩২৬.১০ টাকা। **বায়না অর্থ** ঃ ৩,৫৬,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য** ঃ প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ১৮.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-648/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**Government of West Bengal**
Office of the Executive Engineer Asansol Division
Municipal Engineering Directorate

**1st Corrigendum Notice for Time Extension : WBMAD/05/EE/MED/ASAN/2025-26 (5th Call)**

e-tenders are invited from Interested Bonafide Bidders/Govt. Contractors for 36 nos. works of Road & Drain under APAS Scheme within Asansol Municipal Corporation as per the detailed below:-

| Sl No. | Name of the Work | Tender ID |
|---|---|---|
| 1 to 36 | Construction of Road and Drain works under APAS Scheme within Asansol Municipal Corporation. | 2026_MAD_5012020_1 to 2026_MAD_5012020_36 |

**Last date of submission : 05.03.2026**, Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- M.E. Directorate
E.E., Asansol Division

**ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION**

**NOTICE INVITING E-QUOTATION**
**N.I.E. EQ. No. 115 & 137/PW/Eng/26 & 25 Dt. 06-11-25 & 03-12-25 (2nd Call)**
**N.I.E. EQ. No. 154/PW/Eng/26 Dt. 25-02-26**

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

**Sd/- SE,**
**Asansol Municipal Corporation**

**ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION**

**1st Call 1st Corrigendum Notice**
**N.I.E. EQ. No. 147/PW/Eng/26 Dt. 21-01-26**

Bid Submission period: 05.03.26 instead of 26.02.26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

**Sd/- SE,**
**Asansol Municipal Corporation**

**NABADWIP MUNICIPALITY**
**SHORT TENDER NOTICE**

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIQ No :- 150eq/APAS/PWD/NM/2025-26 to155eq/APAS/PWD/NM/2025-26 ID :- 2026_MAD_5013110_1, 2026_MAD_ 5013112_1, 2026_MAD_5013116_1, 2026_MAD_5013120_1 & 2026_MAD_5013088_1. Type of Work:- Dressing of Pond, Supplying TOTO Ambulance, Misc Supplying and Civil Work, for Library and SSK and other in APAS, Bid Submition End Date:- 05-03-2026 at 05:00 PM, Bid Open Date:- 09-03-2026 at 10:00 AM, N.B. :** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website https://tenders.wb.gov.in/ also given https://nabadwipmunicipality.in

**SD/- Chairman,**
**Nabadwip Municipality**

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার**

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেন রিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য উল্লেখিত তারিখে ১৫.০০ টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে এবং খোলা হবে ১৫.৩০ টায়; যথাক্রমে **ক্রম নং.; টেন্ডার নং.; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; এবং বায়না মূল্য: (১); টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৬-৪২৩ তারিখ ২৫.০২.২০২৬;** এডিইএন/সেটেলমেন্ট/জিআরসি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেন রিচের অধীনে অন্যান্য বিবিধ কাজের সাথে ১৯ ও ২০ নং ভবনের শক্তিশালীকরণ ও উন্নয়ন; ₹ ৪,৯০,৫৬,৯৭৩.৯৬; ₹ ৩,৯৫,৩০০.০০; **(২); টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৬-৪২৪ তারিখ ২৫.০২.২০২৬;** এডিইএন/সেটেলমেন্ট/গার্ডেন রিচ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অধীনে নর্থ কলোনি, গার্ডেন রিচ কমপ্লেক্সে নতুন অডিটোরিয়াম (জি+আই) নির্মাণ। ₹ ৯,২৩,১৪,০০৪.০৯; ₹ ৬,১১,৬০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** ₹ ০.০০ (ক্রম. নং. ১ ও ২-এর জন্য); **খোলার তারিখ:** ২৪/০৩/২০২৬ (ক্রম নং ১ এর জন্য) এবং ১৮/০৩/২০২৬ (ক্রম নং ২ এর জন্য); **কাজের সমাপ্তির সময়কাল:** ১২ (বারো) মাস (ক্রম নং ১ এর জন্য) এবং ১৮ (আঠারো) মাস (ক্রম নং ২ এর জন্য)। টেন্ডারের সময়সূচীতে কোনও পরিবর্তন, সংশোধন, যদি কিছু থাকে, তা কেবল ই-টেন্ডার পোর্টালে পাওয়া যাবে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ /বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না; দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। সহায়তা ডেস্কের সাথে যোগাযোগ নম্বর ০৩৩-২৪৫০-৩৭৮৩।

**(PR-1239)**

**Notice Inviting e-Tender & Corrigendum**

The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti Notice invites Corrigendum **Ref. e-NIT No.- BHATAR BDO & PS/32/2025-26, Dated- 19/01/2026.** Last Date of Bid Submission : **28/02/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://tenders.wb.gov.in**
The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti Notice invites Corrigendum **Ref. e-NIT No.- BHATAR PS/29/2025-26, Dated- 17/02/2026, BHATAR PS/30/2025-26, Dated- 17/02/2026.** Last Date of Bid Submission : **28/02/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
**Block Development Officer & Executive Officer**
**Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti**
**Bhatar : Purba Bardhaman**

**ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION**

**1st Call 4th Corrigendum Notice**
**N.I.E. EQ. No. 48 & 50/WS/Eng/26 Dt. 09-01-26 & 2nd Call 2nd Corrigendum ET. 60/WS/Eng/25 Dt. 10-12-25**

Bid Submission period: 05.03.26 instead of 25.02.26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

**Sd/- SE,**
**Asansol Municipal Corporation**

**ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION**

**1st Call 3rd Corrigendum Notice**
**N.I.E. ET. & EQ. No. 69, 44, 49, 51, 45, WS/Eng/26 Dt. 09-01-26, 16-01-26 & 2nd Call 2nd Corrigendum ET. 60/WS/Eng/25 Dt. 10-12-25 & 1st Call 2nd Corri Eq. 47/WS/Eng/26 Dt. 09-01-26**

Bid Submission period: 05.03.26 instead of 25.02.26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

**Sd/- SE,**
**Asansol Municipal Corporation**

**ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION**

**N.I.E. ET. No. 67/PW/Eng/25 Dt. 25-09-25 (2nd Call), Et. 157/PW/Eng/APAS/26 Dt. 26-02-26 & Et. 127 & 139/PW/Eng/APAS/25-26 Dt. 03-12-25, 09-01-26 (3rd Call) & Et. 66/PW/Eng/APAS/25 Dt. 24-09-25 (5th Call)**

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

**Sd/- SE,**
**Asansol Municipal Corporation**

**WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.**
**( A Govt. Undertaking )**
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

**NIeT- 521 (2nd Call)/ 2025-26 and 623 to 637/2025-2026, Dated- 25-02-2026**

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at district Bankura, Murshidabad, South 24 Parganas, Howrah, Paschim Medinipur, Burdwan, Hooghly, and Dakshin Dinajpur.District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date after **25-02-2026 and 26-02-2026 after 06.30 pm.** Bid submission end date upto **13-03-2026 upto 3.00 pm.**

**And**
**CORRIGENDUM**
**TIME EXTENTION FOR BID SUBMISSION**

The last date of submission of tender has been extended by the general Manager, West Bengal Agro Industries Corporation Limited which are as follows:

**1. NIeT-545/25-26 Gr No- 1 & 3 and NIeT- 562/25-26, Gr 1 to 6, Tender ID: 2026_WBAIC_999265_1,3 and 2026_WBAIC_1003922_1 to 6 for the district of Murshidabad has been extended for bid submission closing to 02-03-2026 and 28-02-2026 upto 2.00 pm and 11.30 am**

**Date: 26.02.2026** **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

# একদিন বায়োস্কোপ

## নারী অসম্মাননার এক দলিল

# আদালত ও একটি মেয়ে

**শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়**

বর্তমান সমাজের সবথেকে কুৎসিত এবং নক্কার জনক বিষয় হল ধর্ষণ। পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে মহিলারা বর্তমানে রাস্তাঘাটে, অফিস কাচারিতে, হাসপাতালে, স্কুল কলেজে কোন জায়গাতেই আর নিরাপদ নয়। এমন একটি ধর্ষণের বিষয়ে ও সেই বিষয়ের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'আদালত ও একটি মেয়ে'। ওয়েব সিরিজটি সম্প্রতি হইচই ওটিটি প্লাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে। প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালক স্বর্গীয় তপন সিনহার 'আদালত ও একটি মেয়ে' সিনেমার নাম এই ওয়েব সিরিজটিতে অনুকরণ করা হয়েছে।

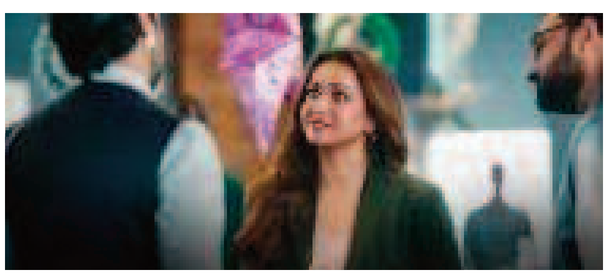

এই ওয়েব সিরিজে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে কৌশানী মুখোপাধ্যায়, সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক সেন এবং আরো অনেককে। ওয়েব সিরিজের গল্পে দেখা যায়

কৌশানী মুখোপাধ্যায় একটি কর্পোরেট সংস্থায় কাজ করে যে কর্পোরেট সংস্থা সম্পূর্ণ পুরুষতান্ত্রিক। এসবকে উপেক্ষা করেই সে নিজ গুনে একের পর এক উন্নতি সাধন করে চলে। অফিসের বস সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় তার খুব কাছে ঘেঁষতে চায়। নিউ ইয়ার উপলক্ষে অফিসের বসের থ্রো করা পার্টিতে কৌশানী মুখোপাধ্যায় কে নেশাগ্রস্ত এবং ধর্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কৌশানী তার বসের নামে অভিযোগ দায়ের করে আদালতে দারস্ত হয়। এই সময় সে উকিল হিসেবে পায় তার স্কুলের ক্লাসমেট বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায় কে। অন্যদিকে তার প্রতিপক্ষ ঠিক করে আইনজীবী কৌশিক সেনকে। কৌশানী কি শেষ পর্যন্ত পারবে তার সাথে হওয়া অন্যায়ের জবাব খুজতে এবং অপরাধীকে যোগ্য শাস্তি দিতে?

জয়িতার চরিত্রে কৌশানী মুখোপাধ্যায় অনবদ্য। 'কিলবিল সোসাইটির' পর এরকম একটি চরিত্রে তিনি যেন আরো বেশি সপ্রতিভ। অফিসের বস ডিকের চরিত্রে সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় ছিমছাম অভিনয় করলেও তার অভিনয়ে একটা নতুনত্ব রয়েছে যা দর্শকদের আকর্ষণ করেছে। আইনজীবী সেবন্তির ভূমিকায় বাসবদত্তা যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৌশানীর প্রতিপক্ষর হয়ে লড়াই করা ঘোড়েল আইনজীবীর ভূমিকায় কৌশিক সেনও তার স্বল্প অভিনয়ের মাধ্যমে নিজের জাত চিনিয়েছেন। অতি ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় একটা অভিনবত্ব ফুটিয়ে তুলেছে। চিত্রনাট্য এবং সংলাপ টানটান এবং যথেষ্ট উত্তেজনাময়। সব মিলিয়ে 'আদালত ও একটি মেয়ে' ধর্ষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে থেকে যাবে।

# 'সব চরিত্ররা'

## এক অভিনব মনস্তাত্ত্বিক প্রয়াস

**সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়**

মানুষের গহীন অন্তরের জটিলতার যখন বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন তা এক অভাবনীয় রূপ ধারণ করে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে আবর্তিত হয়েছে জটিল থেকে জটিলতর রহস্য। ঠিক এমনই একটি জটিল মনস্তত্ত্বের ওপর কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে রহস্যাবৃত স্বল্পদৈর্ঘ্যের বাস্তব ঘেঁষা, আটো সাটো চলচ্চিত্র 'সব চরিত্ররা'। সম্প্রতি ছবিটি মুক্তি পেয়েছে Reliance Entertainment-এর ইউটিউব চ্যানেলে। ছবিটি পরিচালনা করেছে পরিচালক দ্বীপ মোদক। পরিচালক এই ছবিতে নতুন কিছু মনস্তত্ত্বভিত্তিক রহস্য দর্শকদের উপহার দিয়েছেন যা অবশ্যই অনবদ্য এবং নজরকাড়া। যে নতুনত্বের উন্মোচন এই সিনেমায় ঘটেছে সেটা সম্পূর্ণই বাস্তব ধর্মী হলেও বেশিরভাগটাই পরিচালকের মস্তিষ্কপ্রসূত এবং এই চিন্তাভাবনার জন্য পরিচালকের কুর্নিশ অবশ্যই প্রাপ্য।মানুষের অবচেতন মন, অদৃশ্য অস্থিরতা এবং ভেতরে লুকিয়ে থাকা বহুস্বরের অনুসন্ধান;এই তিন স্তর কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এই ছবির স্বল্প অথচ পরিপাটি কাহিনি। গল্পের মূল চরিত্র হিসাবে রয়েছেন এক সংগ্রামী তরুণ অভিনেতা, যে সফলতা লাভের প্রচেষ্টায় পরিচালকের কাছে অভিনয়ের সুযোগ প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নিজেকে ভেঙেচুরে পরিপক্ক ভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। একাকী অনুশীলন, গগনচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অনিশ্চয়তার চাপে তাঁর মনের অন্তরে বেশ কিছু পরিবর্তন ধরা পড়ে যেগুলি অতি সূক্ষ্ম যৎসামান্য অথচ প্রভাবশালী। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে তাঁর জীবনে আগমন ঘটে এক রহস্যময় সহবাসীর, যার উপস্থিতি গল্পটি অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে প্রতি পদে পদে তৈরি করে তীব্র সন্দেহ ও নিদারুণ অস্বস্তির আবহ। প্রেমিকার অনুপ্রবেশ সেই সম্পর্কের সমীকরণকে আরও জটিল করে তোলে এবং কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনার ইঙ্গিত ছবির গল্পকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো টেনে নিয়ে যায় জটিল থেকে জটিলতর অন্তরের গহীন মনস্তাত্ত্বিক স্তরের ভেতরে। এই স্তরে বাস্তবতা ও কল্পনার প্রাচীর একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এই স্তরে বাহ্যিক পারিপার্শিক আবহাওয়া শুধুই অন্ধকার।

এই মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গে পরিচালক দীপ মোদক বলেছেন, 'আমরা সকলেই নিজের অন্তরের একাধিক চরিত্র বহন করি। মাঝে মাঝে একটা চরিত্রের বর্ডার লাইন ক্রস করে আরেকটা চরিত্র আমাদের নিজের শরীরেতেই উকি দিয়ে যায় । প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ফাঁকে যে চাপ তৈরি হয়, তা কখনও কখনও মানুষের চেতনাকে বদলে দেয়। সেই সূক্ষ্ম মুহূর্তগুলিকেই আমি এই ছবিতে ধরতে চেয়েছি।' এই ছবির সিনেমাটোগ্রাফি এবং সংলাপ যেন এক কথায় ছবিটির অনবদ্যতাকেই সার্বিকভাবে প্রস্ফুটিত করেছে।

এই ছবির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋত্বব্রত মুখার্জি,যিনি জানান চরিত্রটির ভেতরে ঢুকে যাওয়াটা ছিল তার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ তবে সেই চ্যালেঞ্জই তাঁকে অভিনয়ের গভীরে পৌঁছে দিয়েছে। এটাই তাকে ভালো অভিনয়ের পথে হাঁটতে সহায়তা করেছে।বনি সেন চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য। ছিমছাম অভিনয় হলেও তার অভিনয়ে একটা নিজস্বতা রয়েছে যা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ। তাঁর মতে, গল্পের অপ্রত্যাশিত মোড় দর্শকদের ভাবিয়ে তুলবে। ঋত্বিক দাশগুপ্তর চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবরাজ। তিনি জানিয়েছেন, চরিত্রগুলির পারস্পরিক সংঘাত ও মনস্তাত্ত্বিক স্তর বিন্যাসই ছবির প্রধান আকর্ষণ। সংযত নির্মাণশৈলী, নিবিড় আবহ এবং মানসিক টানাপোড়েনের সূক্ষ্ম উপস্থাপনায় 'সব চরিত্ররা' মুক্তির পর দর্শকদের সামনে এক গভীর প্রশ্ন তুলে ধরবে;মানুষের মনের ভেতরে যে চরিত্রগুলি বাস করে, তাদের মধ্যে কোনটি সত্য? ছবিটির আবহসংগীত এবং স্পেশাল এফেক্ট বেশ মর্মস্পর্শী। সব মিলিয়ে সাইকোলজিকাল মিস্ট্রি হিসাবে 'সব চরিত্ররা' দর্শকদের ভালো লেগেছে এবং এটি একটি ভালো সিনেমার উদাহরণ হিসেবে থেকে যাবে।

# চিপকে জিম্বাবোয়েকে উড়িয়ে বিশ্বকাপ স্বপ্নে অটল ভারত

## তবে ভাগ্য নির্ধারণ সিটি অফ জয়ে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ মানেই প্রত্যাশার পাহাড়। গৌতম গম্ভীর,এর নেতৃত্বে সেই প্রত্যাশার ভার কাঁধে নিয়েই ফেভারিট হিসেবে অভিযান শুরু করেছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু সুপার এইটের প্রথম ম্যাচেই ছন্দপতন। সূর্যকুমার যাদবদের দল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে সেমিফাইনালের অঙ্ক জটিল করে তোলে। তবু ক্রিকেট যে অনিশ্চয়তার খেলা, তা আবারও প্রমাণিত। ভাগ্যদেবীর সহায়তায় কার্যত দুর্বল প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়েকে পেয়ে লক্ষ্মীবারের চিপকে অগ্নিপরীক্ষায় দারুণভাবেই উতরে গেল ভারত;৭২ রানে জয়।

তবে এখানেই গল্প শেষ নয়। বলা ভালো, পিকচারের ক্লাইম্যাক্সই বাকি। আগামী রোববার ইডেন গার্ডেন্স,এ যে ফল হবে, সেটাই বলে দেবে;ভারত ইন না আউট। এই ম্যাচের আগে ভারতের কাজটা অনেকটাই সহজ করে দিয়েছিল প্রোটিয়ারা, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে। বাকি কাজটা মাঠে নামা ভারতীয় তারকারাই করে দিলেন।

সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর; অভিষেক শর্মার ফর্মে ফেরা। অসুস্থতা কাটিয়ে আবার চেনা ছন্দে অভিষেক শর্মা। চারটি করে বাউন্ডারি ও ছক্কায় সাজানো দুরন্ত হাফসেঞ্চুরি;৫৫ রান; যেন ঘোষণা করে দিল, ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট। নিন্দুকরা বলতেই পারেন, প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়ে বলেই এমন ঝলক। কিন্তু শূন্যের হ্যাটট্রিকের পর যে আত্মবিশ্বাসে পুল ও সুইপে বল বাউন্ডারির বাইরে উড়ল, তা পরের ম্যাচের আগে তাঁকে অক্সিজেন দেবে; এতে সন্দেহ নেই।

গম্ভীরের কপালের ভাঁজ কমালেন তিলক বর্মাও। মন্থর ব্যাটিংয়ের খোলস ঝেড়ে ১৬ বলে ৪৪ রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচের রং বদলে দিলেন। সেই সঙ্গে অর্ধশতরান (অপরাজিত) করে হার্দিক পাণ্ড্য বুঝিয়ে দিলেন;তাঁকে ভুললে চলবে না। গ্যালারিতে বসে তাঁর চোখ ধাঁধানো ইনিংস উপভোগ করলেন প্রিয়জনেরা। এদিকে ভারতের কাছে হেরে এবারের মতো বিশ্বকাপ অভিযান শেষ জিম্বাবোয়ের। তবু এই সফর তাদের জন্য স্মরণীয়। গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো থেকে সুপার এইটে ভারতের বিরুদ্ধে জোর টক্কর; সব মিলিয়ে সাহসী গল্পই লিখেছে তারা। শুধু তাই নয়, পরের বিশ্বকাপে সরাসরি মূল পর্বে ঢোকার সুযোগও পেয়ে গেল। জয়ের মুখ না দেখলেও কঠিন সময়ে ব্রায়ান বেনেট,এর অনবদ্য ইনিংস চেন্নাই মনে রাখবেই।

বোলিংয়ে উইকেট না পেলেও জসপ্রীত বুমরাহ ও হার্দিক তিন ওভারে ২১ রান দিয়ে চাপ তৈরি করেন। তবে ব্যাটিং লাইন-আপে ধস নামান অর্শদীপ সিং;চার ওভারে ২৪ রানে তিন উইকেট। সব মিলিয়ে আত্মবিশ্বাসে টাটকা ভারত এখন কলকাতার দিকে। ক্লাইম্যাক্সের মঞ্চ প্রস্তুত।

# ওঃ ইন্ডিজকে হারিয়ে ভারতকে অক্সিজেন দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে হার ভারতের শিবিরে চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেমিফাইনালের পথে অঙ্কটা তখন বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল মেন ইন ব্লুর জন্য। তবে দ্বিতীয় ম্যাচের আগে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারল ভারত, সৌজন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বড় জয়। টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বে ভারতের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছিল প্রোটিয়াদের পারফরম্যান্সের উপর। দক্ষিণ আফ্রিকা অপরাজিত থাকলে ভারতের সেমিফাইনালের রাস্তা সহজ হয়। ঠিক সেটাই ঘটল বৃহস্পতিবার বিকেলে। আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে সুপার এইটে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা। টস জিতে ক্যারিবীয়দের ব্যাট করতে পাঠান প্রোটিয়া অধিনায়ক এডেন মার্করাম। শুরুটা অবশ্য ভয় ধরিয়েছিল ভারতীয় সমর্থকদের। প্রথম ওভারেই ১৭ রান তুলে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু সেই আগ্রাসন বেশিক্ষণ টিকল না। দ্রুত ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে নিয়ে নেন প্রোটিয়া বোলাররা, বিশেষ করে লুনগি এনগিডি। তৃতীয় ওভার থেকেই ক্যারিবীয় শিবিরে উইকেট পড়তে শুরু করে। একের পর এক ধাক্কায় মাত্র ১০ ওভারের মধ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৭টি উইকেট তুলে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচ তখন কার্যত একপেশে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ দিকে লড়াইয়ে রং ফেরান জেসন হোল্ডার ও রোমারিও শেফার্ড। তাঁদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভর করে ক্যারিবীয়রা ১৭৬ রান পর্যন্ত পৌঁছয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় এই স্কোর সম্মানজনক হলেও, প্রোটিয়াদের ব্যাটিং শক্তির সামনে খুব বড় চ্যালেঞ্জ ছিল না। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা কার্যত ছেলেখেলা শুরু করেন। ওপেন করতে নেমে অধিনায়ক মার্করামের সঙ্গে ঝড় তোলেন কুইন্টন ডি'কক। মাত্র ২৪ বলে ৪৭ রান করে ম্যাচের গতিপথ একাই ঘুরিয়ে দেন তিনি। আগ্রাসী শট খেলতে গিয়েই অবশ্য আউট হন ডি'কক। এরপর তিন নম্বরে নেমে ইনিংসের গতি ধরে রাখেন রায়ান রিকলটন। অন্য প্রান্তে অবিচল থেকে যান মার্করাম (অপরাজিত ৮২)। অধিনায়কের দায়িত্বশীল অথচ ঝোড়ো ইনিংসেই সহজ জয় তুলে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। এই জয়ের ফলে প্রোটিয়াদের সেমিফাইনাল কার্যত নিশ্চিত। আর এই ফলই অক্সিজেন জোগাল ভারতকে।

# জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শুক্রবার জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচে জয়ের হ্যাটট্রিক ছাড়া কিছু ভাবছে না ইস্টবেঙ্গল। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে নামার আগে প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুঁজো তেমনটাই জানিয়ে দিলেন। জামশেদপুর দলে রয়েছে একাধিক ইস্টবেঙ্গল প্রাক্তনী। মাদিহ তালাল, মেসি বাউলিরা ইস্টবেঙ্গলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে মুখিয়ে রয়েছেন। অন্য দিকে, ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তুতিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সউল ক্রেসপোর চোট এবং মিগুয়েলের ঘাড়ের সমস্যা। অস্কার জানালেন, মিগুয়েলের কোনও সমস্যা নেই, তিনি সুস্থ রয়েছেন এবং মাঠে নামার জন্য তৈরি। ঘাড়ে স্ট্র্যাপ বেঁধেই এদিন অনুশীলন করেন মিগুয়েল। প্রতিপক্ষ জামশেদপুর নিয়ে অস্কার ব্রুজোঁ বলেন, 'সমীহ করছি প্রতিপক্ষকে। মাঝমাঠে মাদিহ তালাল, আক্রমণভাগে মেসি বাউলি রয়েছে। কোচও যথেষ্ট অভিজ্ঞ। অন্যদিকে ক্রেসপো বলেন, 'অনেকে আমার চোট নিয়ে কথা বলছে। আমি ক'টা ম্যাচ খেলতে পারিনি? একটা। তাহলে আমার চোট নিয়ে এত কথা হচ্ছে কেন? সমাজমাধ্যম এবং সংবাদমাধ্যমে আমার চোট সংক্রান্ত খবর ভিত্তিহীন ও ভুয়ো। আমরা সংঘবদ্ধ। এই ধরনের খবর বন্ধ হওয়া উচিত। আমরা একজোট রয়েছি। কোচ বা সতীর্থদের সঙ্গে আমার কোনও তিক্ততা নেই।' তবে ক্রেসপো প্রথম একাদশে থাকবেন কি না তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ম্যাচের দিন সকাল পর্যন্ত। মেডিক্যাল টিমের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। নবাগত বিদেশি অ্যান্টন সোবার্গের অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জামশেদপুর ম্যাচে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতে অবশ্য লাল-হলুদ ভুয়ো খবরের প্রতিবাদ জানিয়েছে। স্পষ্ট করেছে, লাল-হলুদ ড্রেসিংরুমে কোনও মনোমালিন্য নেই। ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক সউল ক্রেস্পোর মুখেও শোনা গেল একই সুর।